International Research Journal of Interdisciplinary & Multidisciplinary Studies (IRJIMS)
A Peer-Reviewed Monthly Research Journal
ISSN: 2394-7969 (Online), ISSN: 2394-7950 (Print)
Volume-III, Issue-I, February 2017, Page No. 29-48
Published by: Scholar Publications, Karimganj, Assam, India, 788711
Website: http://www.irjims.com

রামমোহনোত্তর যুগে রংপুর জেলার ব্রাহ্ম সমাজ আন্দোলনের এক অনালোচিত আংশিক অধ্যায়:প্রসঙ্গ সৈয়দপুর, কুড়িগ্রাম, নিলফামারী ও সদ্যপুষ্করিনী

Rahul Kumar Deb
MPhil student, History Department, Rabindra Bharati University, Kolkata, West Bengal, India

Abstract

The New religious movement of the 19th century Bengal which had sprung up as an alternative to the religious tradionalism, had a positive outlook on life and aimed at reforming the socio cultural maladies of the people, was called Brahmo Samaj movement. The Brahmo Samaj was founded by Raja Rammohan Roy in 1828 based on his conception of theism and ethical precepts. It is noteworthy that during his stay at Rangpur, as a clerk in the collectorate under Mr. John Digby the concept of monotheism grew in his mind. At that time Rammohan carried on religious controversies with the pundits, wrote tracts in Persian, translated portions of the Vedanta, studied the tantras and made a study of the kalpa sutras and other Jaina scriptures. Thus, it was a time of strenuous preparation for his future work. Besides, he used to hold vigorous religious discussions every evening at his Rangpur residence in which he used all the weapons of his armory in exposing the absurdities of idolatry. Therefore, we can say that Rangpur was the birthplace of Brahmo dharma. After the death of Rammohan under the leadership of Keshab Chandra sen and Shivnath sastri, Brahmo movement spread its wave all over India. In the late 19th century Brahmo samaj had formed its branches in district of Rangpur too. History of the Brahmo samaj in Rangpur district is somewhat difference from other districts of North Bengal in the sense that the emergence of Brahmo samaj in this district was not limited in Rangpur town only. In other sub-divisional town and village area especially sayedpur, kurigram, Nilfamari and saddaypuskorini Brahmo samaj find its root. Though some serious study has been made on the life and activity of Rammohan during his Rangpur days but the Rangpur Brahmo Samaj movement in the post Rammohan period remains still a relatively unexplored field. Therefore in order to widen the area of investigation the role of the Brahmo samaj in the sayedpur, kurigram, Nilfamari and saddaypuskorini in the district of Rangpur in the late 19th and 20th century has been chosen for in depth study in my research article, whose development will be described in this following.

রংপুরের কালেক্টর শ্রীযুক্ত জন ডিগবি সাহেবের অধীনে রাজকাজে নিযুক্ত থাকার উদ্দেশ্যে রামমোহন রায়ের রংপুর অবস্থানকালেই তার মধ্যে সর্বপ্রথম একইশ্বরবাদী চেতনা দানা বেঁধেছিল এবং সেসময় রংপুরে জনসাধারণের মধ্যে তিনি ব্রহ্মজ্ঞান প্রচারও করেছিলেন। প্রতিদিন সন্ধ্যাবেলা তাঁর বাড়িতে ধর্মালোচনার জন্য ব্রাহ্মণ পণ্ডিত, সাধু, সন্ন্যাসী, মুসলমান মৌলবী, জৈন মারোয়ারী প্রভৃতি অনেক সম্প্রদায়ের লোকের সমাগম হত। রাজা তাঁদের মধ্যে সমাসীন হয়ে পৌত্তলিকতার অসারত্ব, ব্রহ্মজ্ঞানের প্রয়োজনীয়তা ও ব্রহ্মোপাসনার সারতত্ত্ব সকলকে বুঝিয়ে দিতেন। এমনকি তিনি রংপুরে থাকতে পারস্য ভাষায় একেশ্বরবাদ প্রতিপাদক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পুস্তিকা রচনা করেছিলেন। পরবর্তীকালে বেদান্তের যে অনুবাদ নিয়ে কলকাতায় তাঁর ঐতিহাসিক আত্মপ্রকাশ ঘটেছিল তারও উদ্যোগ তিনি শুরু করলেন এই রংপুরের মাটিতে। সুতরাং আমরা বলতে পারি রংপুরই ছিল ব্রাহ্মধর্মের জন্মভূমি বা উৎপত্তিস্থান। এই সময় জজ সাহেবের দেওয়ানীপদে প্রতিষ্ঠিত গৌরীকান্ত ভট্টাচার্য নামক ব্যাক্তি রামমোহনের প্রবল বিরোধিতা করে সেখানে রক্ষণশীল হিন্দুদের নিয়ে তাঁর বিরুদ্ধে একটি শক্তিশালী গোষ্ঠী তৈরী করেন এবং সকলকে রামমোহন রায়ের সংস্কারধর্মী প্রয়াসের বিরুদ্ধাচারী হতে পরামর্শ দিয়েছিলেন। এছাড়া গৌরীকান্ত রামমোহন রায়ের মত খণ্ডনের উদ্দেশ্যে 'জ্ঞানাঞ্জন' নামে একখানি বাংলা পুস্তক রচনা করেন। গ্রন্থটি ১৮২১ সালে প্রথম প্রকাশিত হয়। ১৮৪০ সালের ২২ ফেব্রুয়ারি কলকাতাতে এই গ্রন্থের নতুন সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছিল। কিন্তু তিনি সে বিষয়ে কৃতকার্য হতে পারেননি। রংপুরে ব্রাহ্মধর্মের স্রোত অব্যাহত ছিল এবং পরবর্তীতে ১৮৬০ এর দশক থেকে রংপুর জেলার সদর, কাকিনা, সৈয়দপুর, কুড়িগ্রাম, নিলফামারী, সদ্যপুষ্করিনী ইত্যাদি নানা জায়গায় ব্রাহ্ম সমাজ মন্দির স্থাপিত হয়েছিল, ব্রাহ্মধর্ম প্রচারের একাধিক উদ্যোগ নেওয়া হয় এবং ব্রাহ্মসমাজ সংস্কারের অঙ্গ হিসাবে একাধিক স্কুল প্রতিষ্ঠান, ছাত্র সমাজ, বোর্ডিং, সভা সমিতি প্রতিষ্ঠিত হয়। অথচ রামমোহনের রংপুর বসবাসকালীন সময়ের ইতিহাস নিয়ে ঐতিহাসিকদের মধ্যে আলোচনা হলেও তার মৃত্যুর পরবর্তীতে এখানকার বিভিন্ন কেন্দ্রে ব্রাহ্ম আন্দোলনের গতিপ্রকৃতি নিয়ে কোথাও ইতিহাস লিপিবদ্ধ হয়নি। একাধিক প্রচারক ব্রাহ্মধর্ম প্রচারের জন্য এই সমস্ত কেন্দ্রে কিভাবে নিজেদের জীবন উৎসর্গ করেছিলেন তাও ইতিহাসের বাইরে থেকে গেছে। এই প্রবন্ধে রংপুর জেলার সৈয়দপুর, কুড়িগ্রাম, নিলফামারী ও সদ্যপুষ্করিনীতে ব্রাহ্মসমাজ আন্দোলনের উদ্ভব বিস্তার, বিভিন্ন ব্রাহ্ম সমিতি প্রতিষ্ঠা, স্থানীয় হিন্দু সমাজের সঙ্গে দ্বন্দ্ব এবং সাধারণ মানুষে এর প্রভাব প্রভৃতি অলিখিত ইতিহাস আলোচিত হয়েছে।

সৈয়দপুর: সৈয়দপুর ছিল রংপুরের নিলফামারী সাবডিভিশনের অন্তর্গত একটি শহর, যা ২৫°৪৭ উত্তর থেকে ৮৮°৫৪ পূর্বে অবস্থিত। এছাড়া এখানেই ছিল পূর্ববঙ্গ স্টেট রেলের উত্তর বিভাগের (Northern Section) সদর দপ্তর।[১] ১৮৭৮ খ্রিস্টাব্দের ১৩ই আগষ্ট উত্তরবঙ্গ (জলপাইগুড়ি) ব্রাহ্মসমাজের উপাচার্য বাবু চণ্ডীচরন সেন প্রচারকার্যে রংপুর এ আসেন এবং তার উদ্যোগে ও পরিশ্রমে এবং এই সমাজের কয়েকজন সদস্যের প্রচেষ্টায় ১৮৭৮ খ্রিস্টাব্দে ২২ শে আগষ্ট (মতান্তরে ২৫শে আগষ্ট) সৈয়দপুরে একটি নতুন ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।[২] ১৮৮০ খ্রিস্টাব্দের কলেটের ব্রাহ্ম ইয়ার বুকেও সৈয়দপুর ব্রাহ্ম সমাজের প্রতিষ্ঠাকাল ১৮৭৮ খ্রিস্টাব্দ বলেই উল্লেখ রয়েছে।[৩] প্রথম দিকে সৈয়দপুর সমাজের উপাসনা করবার কোনো নিজস্ব জায়গা ছিলনা। প্রথম বছরের প্রথম কয়েক সপ্তাহ এর প্রার্থনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছিল বাবু যোগেন্দ্রনাথ চ্যাটার্জীর আবাসে এবং তারপর Saidpur National Indian Societyর ভবনে। কিন্তু শুরুতেই এখানে ব্রাহ্মদের বিস্তর অসুবিধা অনুভূত হওয়ায় তারা নিজস্ব সমাজ ভবন দাবী করে এবং এক বছরের মধ্যেই তারা উপাসনার জন্য একটি ছোট, আরামদায়ক গৃহ নির্মাণ করে।[৪] ১৮৭৯ খ্রিস্টাব্দে পরপর দুবার চণ্ডীচরন সেন সৈয়দপুর ব্রাহ্ম সমাজ পরিদর্শন করে তার মিশনারী নোট এ লিখেছিলেন- "I paid two visits to the Saidpur Brahmo Somaj. The first visit was paid on 6 th April and the second on the 24th August. This Somaj was going on very well. The members have erected a very small house to hold their weekly prayer meetings therein. This house, though small, is yet

exceedingly neat and very handsome. I was very much obliged to many of the members of this Somaj for their kindness and hospitality."[৫] তবে শুরুতে অনেক ব্রাহ্ম এখানে থাকলেও জীবনযাত্রা ও ব্যাবহারিক দিক দিয়ে আনুষ্ঠানিক ব্রাহ্ম মাত্র ৪ জন ছিলেন। তাই এই ব্রাহ্ম সমাজের সংশ্রবে প্রথম দিকে তেমন কোনো ব্রাহ্ম অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়নি। শুধুমাত্র ১৮৮১ খ্রিস্টাব্দে বাবু আশুতোশ বসুর পুত্রের নামকরণ অনুষ্ঠানই এই সমাজের পৃষ্ঠপোষকতায় সম্পাদিত হয়েছিল।[৬] তবে পরবর্তীকালে এখানে আরো অনেক ব্রাহ্ম অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়েছিল। যেমন ১৮৮৩ খ্রিষ্টাব্দের ৩১শে জানুয়ারী সৈয়দপুরে বিক্রমপুর নিবাসী বাবু কৈলাস চন্দ্র সেন তার পিতার আদ্য শ্রাদ্ধ ব্রাহ্ম মতে সম্পন্ন করেছিলেন। এটি তার প্রথম অনুষ্ঠান। বাবু আশুতোষ বসু আচার্যের কাজ করেন।[৭] সৈয়দপুর ব্রাহ্ম সমাজের সদস্যরা শুরুর দিকে স্থানীয় অধিবাসীদের শিক্ষাগত, সামাজিক, নৈতিক এবং ধর্মীয় উন্নতির উদ্দেশ্যে কোনো ব্যাবহারিক কাজই করেননি। তবে তাদের দ্বারা একটি সংগত সভা প্রতিষ্ঠা, পারিবারিক উপাসনা সভা, এবং সৈয়দপুরের উত্তরে একটি শাখা প্রার্থনা সভা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল সে সময়।[৮] এখানকার The National Indian Society তেও কিছু পরিমাণে ব্রাহ্মদের অস্তিত্ব লক্ষ্য করা যায়। সেখানকার অফিস বেয়ারারস্ (Office bearers) এবং অন্যান্য সদস্যদের মধ্যেও ব্রাহ্ম ও হিন্দু উভয়েই ছিল। যদিও এই সমাজের প্রেসিডেন্ট হিন্দু ছিলেন তথাপি সত্যি বলতে কিছু তালিকাভুক্ত ব্রাহ্ম সদস্যদের থেকেও তিনিই ব্রাহ্মসমাজের উপাসনায় নিয়মিতভাবে যোগদান করতেন। এখানকার উপাসনা প্রতি রবিবার সকালে ও সন্ধ্যায় অনুষ্ঠিত হত। উপাসনার কার্য নিয়মিতরূপে পরিচালিত হত বাবু আশুতোষ বোস ও কৈলাশচন্দ্র সেনের দ্বারা।[৯] বাবু কৈলাশচন্দ্র সেন ছিলেন এই সমাজের প্রথম সম্পাদক ও উপাচার্য।[১০] সহকারী সম্পাদক ছিলেন বাবু গোপীমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়। সভ্য ছিলেন বাবু কেদারনাথ চট্টোপাধ্যায় ও শ্রীযুক্ত বাবু হরিনাথ সিংহ।[১১] এছাড়া আরেকজন সদস্য সৈয়দপুরের বাবু আশুতোষ বসু ১৮৮৩ খ্রিস্টাব্দে কলকাতার সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের অধ্যক্ষ সভার মফস্বলের সভ্য নিযুক্ত হয়েছিলেন।[১২] ব্রাহ্মধর্মাবলম্বী বাবু দিনানাথ গাঙ্গুলীর কর্মময় প্রচেষ্টার দ্বারা এখানে একটি সভা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল যেটি খুব ভাল অবস্থাতেই ছিল।[১৩] যদিও সভাটির নাম জানা যায়নি। ১৮৭৯ খ্রিস্টাব্দে ব্রাহ্ম প্রচারক ভাই গিরিশচন্দ্রের বিবরণেও সৈয়দপুর ব্রাহ্ম সমাজের উল্লেখ রয়েছে। তার প্রচার বৃত্তান্ত থেকে জানা যায়- *"অল্পদিন হল সৈয়দপুরের ব্রাহ্মেরা একটি উপাসনালয় প্রস্তুত করেছেন। শ্রীযুক্ত বাবু কৈলাশচন্দ্র সেন, বাবু কেদারনাথ চট্টোপাধ্যায় এবং বাবু গোপীমোহন বন্দোপাধ্যায় প্রভৃতি কয়েকজন ব্রাহ্মভ্রাতা প্রত্যহ উপাসনা করেন। এরা দলাদলীর ভাবকে অত্যন্ত ঘৃণা করতেন। এরা উপাসনা প্রিয় এবং উপাসনাশীল ব্রাহ্মদের সহবাসে অতিশয় আহ্লাদিত হন"*।[১৪] এই উপাসনালয় নির্মাণের পর মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, বাবু জ্যোতিরিন্দ্র নাথ ঠাকুর ও কালীশঙ্কর দাস এখানে অনেক পুস্তক দান করেছিলেন।[১৫] এছাড়া সৈয়দপুর ব্রাহ্ম সমাজের উপাসনালয় নির্মাণের ঋণ পরিশোধের জন্য শ্রীযুক্ত মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর তিনশ টাকা প্রদান করেছিলেন।[১৬] ১৮৮৫ সালে দেখা যায় সৈয়দপুর ব্রাহ্ম সমাজের সম্পাদক ছিলেন বাবু বঙ্কুবিহারী বসু।[১৭] ঐ বছরই এই সমাজের সভ্য হিসাবে বাবু আদিনাথ চট্টোপাধ্যায় ও শ্রীযুক্ত ক্ষিরোদ কুমার সিংহের নাম পাওয়া যায়।[১৮]

সৈয়দপুর ছিল সেসময় উত্তরবঙ্গ ও পূর্ববঙ্গের রেল বিভাগের অন্যতম কেন্দ্রস্থল। রেল দপ্তরের অনেক বড় বড় অফিস কাছাড়ি সৈয়দপুরেই অবস্থিত ছিল। এখানকার রেল অফিসের কর্মচারীদের মধ্যে অধিকাংশই ছিলেন ব্রাহ্মধর্মে বিশ্বাসী এবং তাদের দৌলতে সৈয়দপুর উত্তরবঙ্গের অন্যতম প্রধান ব্রাহ্ম কেন্দ্র হিসাবে পরিচিতি লাভ ঘটে। ১৮৭৯ খ্রীষ্টাব্দে বিপিন চন্দ্র পাল রামকুমার বিদ্যারত্ন মহাশয়ের সঙ্গে উত্তরবঙ্গে প্রচারকার্যে গিয়ে এই সৈয়দপুর ব্রাহ্ম সমাজ পরিদর্শন করেছিলেন। তিনি তার আত্মজীবনীতে এ প্রসঙ্গে লিখেছেন- *"সে সময়ে উত্তরবঙ্গে ব্রাহ্মসমাজের বিলক্ষণ প্রতিপত্তি ছিল। উত্তরবঙ্গ রেলে অনেকগুলি ব্রাহ্ম কাজ করিতেন। সৈয়দপুরে তখন পুর্ববঙ্গ রেলবিভাগের হিসাব পরীক্ষার বা অডিটের অফিস ছিল। পরলোকগত আশুতোষ বসু মহাশয় এখানে একটা বড় চাকুরি করিতেন। তাঁহার সাহায্যে তাঁহার অনেক আত্মীয়স্বজন রেল অফিসে কর্ম্ম পাইয়াছিলেন। ব্রাহ্মসমাজের প্রতি*

আশুবাবুর গভীর টান ছিল। তাঁহার দৃষ্টান্তে ও চরিত্র প্রভাবে তাঁহার দপ্তরের কর্ম্মচারীদের অনেকে ব্রাহ্মসমাজে আসিয়া পড়েন। এই সময়েই আমার পরলোকগত বন্ধু রাইচরণ মুখোপাধ্যায় এবং ৺বঙ্কুবিহারী বসু ব্রাহ্মসমাজে প্রবেশ করেন। তখনও তাঁরা সৈয়দপুরেই ছিলেন, আমার সঙ্গে পরিচয় হয় নাই। ... রামকুমার বিদ্যারত্ন মহাশয়ও সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের প্রচারক পদে বৃত হইয়া বিশেষভাবে আসামে এবং উত্তরবঙ্গে ব্রাহ্মধর্ম প্রচারের ভার গ্রহণ করেন। উত্তরবঙ্গে বিশেষতঃ সৈয়দপুরে একটা বেশ বড় ব্রাহ্মকেন্দ্র গড়িয়া উঠে। আমি যখন বিদ্যারত্ন মহাশয়ের সঙ্গে প্রথমে উত্তরবঙ্গে যাই তখনই ইহার সূত্রপাত হইয়াছিল”।[১৯] সৈয়দপুরের ব্রাহ্মরা একটি সুন্দর কাজ করেছিলেন। তারা উত্তর বাংলা স্টেট রেলওয়ে ও পূর্ব বাংলা রেলওয়ের কর্তৃপক্ষদেরকে অনুরোধ করে দুটি পাশ নিয়েছিলেন। সৈয়দপুর ‘নেটিভ ইমপ্রুভমেন্ট’ নামক সভায় যিনি বক্তৃতা করতে ইচ্ছা করবেন, তিনি সেই পাস নিয়ে দ্বিতীয় শ্রেণিতে সেখানে যেতে পারবেন এবং তৃতীয় শ্রেণিতে একজন ভৃত্য এবং দ্রব্যাদিত্ত বিনা মাসুলে নিয়ে যেতে পারবেন। সেই পাসে এই উভয় রেলের যে কোন স্টেশন থেকে যে কোন স্টেশনে যাওয়া যেতে পারবে এবং বক্তৃতার দ্বারা সর্বত্র হিতসাধন করা যেতে পারবে। তবে ঐ পাস কেবল ব্রাহ্মধর্ম প্রচারকরাই নয়, অন্যান্য ব্রাহ্ম ও সর্বসাধারণ সকলেই ব্যাবহার করতে পারবেন। ১৮৭৯ সনে সৈয়দপুরের বন্ধুদের দ্বারা অনুরুদ্ধ হয়ে কলকাতা থেকে একজন ব্রাহ্ম সেই পাস ব্যাবহার করে একটি প্রকাশ্য বক্তৃতা করেছিলেন। শিক্ষিত সম্প্রদায়ের পক্ষে যে এখন ধর্মের বিশেষ আবশ্যকতা তিনি তা বুঝিয়ে দিতে চেষ্টা করেছিলেন।[২০] সৈয়দপুরের ব্রাহ্মদের মধ্যে অনেকেই রেল বিভাগের উচ্চপদে কর্মরত থাকায় এই ধরণের ব্যবস্থা করতে পেরেছিলেন বলে মনে হয়। উত্তরবাংলা রেলওয়ের ম্যানেজার জানিয়েছিলেন যখনই সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের প্রচারকের জন্য পাসের প্রয়োজন হবে তখন সম্পাদক আবেদন করলেই পাস দেওয়া যাবে।[২১]

সৈয়দপুরে অনেকগুলো ভদ্রলোক বাস করতেন। এরা প্রায় সকলেই উন্নতি প্রিয়। এই ‘ইমপ্রুভমেন্ট সোসাইটির’ (Improvement society) সদস্যদের প্রতি স্থানীয় রাজপুরুষদের যথেষ্ট অনুগ্রহ ছিল। বক্তৃতা করবার সুবিধার জন্য গভর্নমেন্ট এদেরকে দুই তিন হাজার টাকা ব্যয় করে একটি অট্টালিকা নির্মাণ করে দেবার জন্য চিফ এঞ্জিনিয়ারকে প্রস্তাব করেছিলেন।[২২] ১৮৮১ খ্রিস্টাব্দে ‘তত্ত্বকৌমুদি’ পত্রিকাতে সৈয়দপুরের ‘উন্নতি বিধায়িনী সভার’ সপ্তম সাম্বৎসরিক উৎসবের বিবরণ রয়েছে। সেই হিসাবে বলা যায় সভাটি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল ১৮৭৪ খ্রীষ্টাব্দে।[২৩] এর পূর্বে অনুন্নত জাতির উন্নতিকল্পে “পূর্ববাংলা আসাম অনুন্নত জাতির উন্নতিবিধায়িনী সভা” প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।[২৪] স্বভাবতই সৈয়দপুরে এই সভার প্রতিষ্ঠা এর অনুকরণ বলে মনে হয়। সৈয়দপুরের উন্নতি বিধায়িনী সভাগৃহকে নববিধান ও সাধারণ ব্রাহ্মরা তাদের প্রচারের কেন্দ্র হিসাবে ব্যাবহার করেছেন। যেমন সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের প্রচারক রামকুমার বিদ্যারত্ন ১৮৭৯ খ্রীঃ সৈয়দপুর উন্নতি বিধায়িনী সভাতে “হিন্দুদুর্গ” বিষয়ে এক বক্তৃতা করেছিলেন বলে জানা যায়।[২৫] সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের বাবু উমেশচন্দ্র দত্ত ১৮৮১ খ্রিস্টাব্দের নভেম্বরে সৈয়দপুরে এসে এখানকার সমাজে উপাসনা করেন এবং ‘ধর্ম নির্মল শান্তি লাভের জন্য’ এবং ‘ধার্মিকের জীবন জলস্রোতের তীরবর্তী বৃক্ষের ন্যায়’ এই দুই বিষয়ে উপদেশ দেন। এছাড়া এখানকার উন্নতি বিধায়িনী সভায় ‘উনবিংশ শতাব্দীর মহাযোগ’ বিষয়ে একটি প্রকাশ্যে বক্তৃতা করেন।[২৬] ১৮৮৪ খ্রিস্টাব্দে এক বিবরণে দেখা যায় নববিধানের দরবারের প্রেরিত মণ্ডলীর ছয় জন ভ্রাতা সৈয়দপুরে প্রচার কার্যে এসে গৃহে গৃহে নামকীর্ত্তন এবং বিকালে উন্নতি বিধায়িনী সভার গৃহে সমবেত লোক মণ্ডলীর সামনে নতুন প্রণালীতে প্রচার, সৎপ্রসঙ্গ ও বিশেষ প্রমত্ততার সঙ্গে নগর কীর্ত্তন করেছিলেন। পরের দিন সন্ধ্যে বেলায় সেই সভা গৃহে বাংলা, হিন্দি ও ইংরাজী বক্তৃতা করা হয়।[২৭] আবার কখনো কখনো এই উন্নতি বিধায়িনী সভাগৃহে ব্রহ্মোপাসনাও হয়েছিল। যেমন ১৮৮১ খ্রীঃ ত্রৈলোক্যনাথ সান্যাল দার্জিলিং যাবার পথে সৈয়দপুরে তিনদিন অবস্থিতি করে সেখানে স্থানীয় উন্নতি বিধায়িনী সভাগৃহে ব্রহ্মোপাসনা করেন এবং তাতে যোগভক্তির সামঞ্জস্য এবং পরের দিন ভগবৎতত্ত্ব বিবৃত করেন।[২৮]

উত্তরবঙ্গের সমস্ত অঞ্চলে ব্রাহ্মধর্ম প্রচারের ক্ষেত্রে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের প্রচারকরা সৈয়দপুরের ওপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করতেন। এর একটা কারণ বোধ হয় জায়গাটির ভৌগলিক অবস্থান ও আবহাওয়া। ১৮৮৩ খ্রিস্টাব্দে স্থির হয়েছিল পণ্ডিত রামকুমার বিদ্যারত্ন মহাশয় উত্তর বাংলাকে তাঁর কার্যক্ষেত্র করে সৈয়দপুরে অবস্থিতি করবেন এবং সেই স্থানকে মধ্যবিন্দু করে অনান্য স্থান গুলো পরিদর্শন ও ধর্মপ্রচার করবেন। সেই অনুসারে তিনি সপরিবারে সৈয়দপুর গিয়েছিলেন। তবে উত্তরবঙ্গের কার্য্যক্ষেত্র যেরকম বিস্তীর্ণ তাতে তিনি একা কাজ করে উঠতে পারবেন না, এই জন্য সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের ভাবী প্রচারক শ্রীযুক্ত শশীভূষণ বসু তাঁর সঙ্গে অবস্থিতি করে তাঁর কাজের সাহায্য করবেন এরুপ স্থির হয়।[২৯]

উত্তরবঙ্গের ব্রাহ্মসমাজগুলোর মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতা ও সহমর্মিতা বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে জলপাইগুড়ির মুন্সেফ শ্রীযুক্ত বাবু চণ্ডীচরন সেনের প্রযত্নে জলপাইগুড়িতে ১৮৭৮ খ্রীষ্টাব্দে প্রথম একটি 'উত্তর বাংলা ব্রাহ্মসম্মিলনী সভা' সংস্থাপিত হয়েছিল।[৩০] পরবর্তীকালে দেখা যায় বিভিন্ন সময় উত্তরবঙ্গের সৈয়দপুরের বিভিন্ন ব্রাহ্মদের নেতৃত্বে এই সম্মিলনী সভা পুর্নগঠিত হয়েছে এবং সৈয়দপুরে এই সম্মিলনী সভার একাধিক অধিবেশনও হয়েছে। সৈয়দপুর ব্রাহ্ম সমাজের বার্ষিক উৎসব উপলক্ষেও 'উত্তরবঙ্গ ব্রাহ্ম কনফারেন্স' এর অধিবেশন হত বলে জানা যায়।[৩১] তত্ত্বকৌমুদি পত্রিকার একটি বিবরণে উল্লেখ রয়েছে, সৈয়দপুর থেকে বাবু রাইচরন মুখোপাধ্যায় লিখেছিলেন ব্রাহ্ম সমাজের মহাশয়দের আহ্বানে ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দের ১৯শে এপ্রিল রবিবার বেলা ২ টার সময় সৈয়দপুর ব্রাহ্মসমাজ গৃহে উত্তর বাংলার সমগ্র ব্রাহ্মমণ্ডলীর একটি সভা হয়। রংপুর, জলপাইগুড়ি, দিনাজপুর, ফুলবাড়ী, সদ্যপুষ্করিনী, কাকিনীয়া, কুড়িগ্রাম, সৈয়দপুর, কলকাতা প্রভৃতি স্থান থেকে ব্রাহ্মরা ঐ সভায় উপস্থিত হয়েছিলেন। দার্জিলিং, খরসাং, বগুড়া ও সিরাজগঞ্জ ব্রাহ্মসমাজ থেকে কেউ আসতে পারেননি। তবে তারা পত্র দ্বারা নিজেদের মতামত জ্ঞাপন করেছিলেন। শ্রীযুক্ত পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয়ের প্রস্তাবে ও সবার সম্মতিতে রংপুরের শ্রীযুক্ত কৃষ্ণদয়াল রায় মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করলে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি আলোচিত হয়ে উপস্থিত সভ্য মণ্ডলীর সম্মতিক্রমে স্থিরকৃত হয়েছিল-

১) উত্তর বাংলার ব্রাহ্মদের আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্য (ক) দৈনিক উপাসনা (খ) সঙ্গত সভা ও হিতসাধক মণ্ডলী গঠন (গ) সবাই মিলে ধর্মপুস্তক পাঠ ইত্যাদি উপায় অবলম্বন করা যেতে পারে।

২) ব্রাহ্মদের পরিবারের মধ্যে ব্রাহ্মধর্ম দৃঢ়মূল ও তাদের পত্নীদের ধর্মশিক্ষা দেবার জন্য (ক) সমাজে স্ত্রীলোকদের নিয়মিতরূপে যাতে আসা হয় সে সম্বন্ধে চেষ্টা করা (খ) স্বামী স্ত্রীকে রীতিমত ধর্মশিক্ষা দেবেন ও প্রতিদিন অন্ততঃ দুবার স্ত্রীর সঙ্গে একত্রে উপাসনা করবেন (গ) মধ্যে মধ্যে শিক্ষিতা ব্রাহ্মিকারা ভিন্ন ভিন্ন স্থান পরিদর্শন করে তাদের ভগিনীদেরকে ধর্মোপদেশ দেবেন।

৩) ব্রাহ্ম বালক বালিকাদের ধর্মশিক্ষার জন্য প্রতি সমাজে ব্রাহ্ম শিশুদের জন্য এক একটি রবিবাসরীয় বিদ্যালয় সংস্থাপন করা, এতে ব্রাহ্ম শিশু ছাড়া অন্যান্য শিশুদেরকেও নেওয়া যেতে পারবে।

৪) উত্তরবাংলার শিক্ষিত লোকদের মধ্যে ব্রাহ্মধর্ম প্রচারিত করবার জন্য (ক) সৎকার্য সূত্রে সম্প্রদায় নির্বিশেষে সবার সঙ্গে মিলিত হওয়া (খ) এ প্রদেশে যে প্রচারক থাকবেন তিনি স্থানীয় ভদ্রলোকদের সঙ্গে ধর্ম সম্বন্ধে সর্বদা আলাপ আলোচনা করবেন (গ) স্থানীয় সভ্যেরা প্রতি সপ্তাহে ভিন্ন ভিন্ন পল্লীতে গিয়ে উপাসনা, সংকীর্ত্তন করবেন (ঘ) ছাত্র সমাজ সংস্থাপন।

৫) অশিক্ষিত সাধারণ লোকদের মধ্যে ব্রাহ্ম ধর্ম প্রচারের জন্য (ক) দরিদ্র লোকদের উপকার সূত্রে ধর্মোপদেশ প্রদান করা (খ) সভ্যরা সপ্তাহের মধ্যে অন্ততঃ একদিন দেশীয় লোকদের মধ্যে গিয়ে প্রচার করবেন।

৬) উত্তর বাংলায় একজন প্রচারক থাকা আবশ্যক। এ প্রদেশে একজন স্থায়ী প্রচারক থাকলে সৈয়দপুর তাঁর প্রধান বাসস্থান হবে।

৭) এই প্রদেশের সব সমাজের সঙ্গে সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজের যোগ আরও ঘনিষ্ঠ করবার জন্য (ক) প্রত্যেক সমাজ কলকাতার সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজে নিজেদের এক একজন প্রতিনিধি নিয়োগ করবেন, এই প্রতিনিধির বাসস্থান কলকাতা বা নিকটবর্তী স্থানে হওয়া আবশ্যক। তিনি সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজের অধ্যক্ষ সভার সভ্য বলে গণ্য হবেন (খ) প্রত্যেক সমাজে সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজের এক একজন এজেন্ট থাকবেন। তিনি সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ থেকে প্রকাশিত পুস্তক বিক্রয়, চাঁদা আদায় ও ঐ সমাজের অন্যান্য কাজ করবেন। স্থির হয় প্রতি বছর বৈশাখ মাসের প্রথম রবিবারে এই সম্মিলনীর অধিবেশন হবে। পরিশেষে শ্রীযুক্ত পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয়ের প্রস্তাবে ও শ্রীযুক্ত ক্ষিরোদ কুমার সিংহ মহাশয়ের পোষকতায় ও সবার সম্মতিতে সৈয়দপুরের শ্রীযুক্ত রাইচরণ মুখোপাধ্যায় এই সভার সম্পাদক রূপে মনোনীত হয়েছিলেন।[৩২] যাইহোক,উত্তরবঙ্গের সমস্ত ব্রাহ্ম সমাজকে ঢেলে সাজানোর জন্য এবং উত্তরবঙ্গে সিস্টেমেটিকরূপে পরিকল্পনা মাফিক ব্রাহ্মধর্ম প্রচারের জন্য সৈয়দপুর ব্রাহ্মসমাজ গৃহে অনুষ্ঠিত উত্তরবাংলা ব্রাহ্ম মণ্ডলী সভার এই ধরণের উদ্যোগ ছিল সত্যিই প্রশংসনীয়।

এর পরবর্তীকালেও সৈয়দপুর ব্রাহ্ম সমাজের পক্ষ থেকে উত্তরবঙ্গের ব্রাহ্ম সমাজগুলোকে সম্মিলিত করবার একাধিক উদ্যোগ নেওয়া হয় এবং এই সম্মিলনী সভার অধিবেশন সৈয়দপুরে অনুষ্ঠিত হয়। ১৮৮৭ খ্রিস্টাব্দে সৈয়দপুর ব্রাহ্মসমাজের নববর্ষ উৎসবের সময় শ্রীযুক্ত হরনাথ বাবু মহাশয় একটি প্রস্তাব করেন যে আমরা উত্তর বাংলায় যতজন ব্রাহ্ম আছি, যাতে মধ্যে মধ্যে সকলের সঙ্গে দেখা হয়ে সাধন ভজন সম্বন্ধে আলোচনা হয় এরূপ উপায় করা উচিত। হরনাথ বাবুর প্রস্তাবে সকলেই আনন্দের সহিত সম্মতি প্রকাশ করেছিলেন এবং স্থির হয় যে উত্তর বাংলায় যত ব্রাহ্ম সমাজ আছে, প্রতিমাসের কোন এক রবিবারে যে কোন এক ব্রাহ্মসমাজে সকলে মিলিত হওয়া যাবে। উত্তর বাঙ্গলার ব্রাহ্ম সমাজগুলোর মত জানার জন্য হরনাথ বাবুকেই দায়িত্ব দেওয়া হয়।[৩৩] ১৮৯৬ খ্রিস্টাব্দের ৩১ শে আগস্ট সৈয়দপুর ব্রাহ্ম সমাজের উপাসনালয়ে উত্তরবঙ্গ ব্রাহ্ম সম্মিলনীর একটি বিশেষ অধিবেশন হয়। শ্রীযুক্ত বাবু নবদ্বীপ চন্দ্র দাস মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। দিনাজপুর নেলফামারি, বারসই থেকে সমাগত ব্রাহ্মরা ও সৈয়দপুরের ব্রাহ্মরা উক্ত সভায় উপস্থিত ছিলেন। প্রথমত উত্তরবঙ্গে ব্রাহ্মধর্ম প্রচারের জন্য একটি 'ব্রাহ্ম সম্মিলনী' সমিতি সংগঠনের প্রস্তাব গৃহীত হয়। উত্তরবঙ্গ শব্দ দ্বারা তারা জলপাইগুড়ি, রংপুর, ধুবড়ি, কোচবিহার, বগুড়া, পাবনা, রাজসাহী, দিনাজপুর, সব জেলার অন্তর্গত স্থানগুলোকে নির্দেশ করেছেন। এই সভায় স্থির হয় যে প্রতি তিন মাস অন্তর উল্লিখিত স্থানগুলোর কোন স্থানে এই সভার অধিবেশন হবে। সেই অধিবেশনে পরবর্তী অধিবেশনের স্থান ও সময় নির্ধারিত হবে। এই সভার কার্য সুচারুরূপে নির্বাহ হবার জন্য উত্তরবঙ্গ ব্রাহ্ম সমাজগুলোকে মাসে নূন্য কল্পে ৪ আনা ও বছরে ৩ টাকা চাদা দিতে হবে। সভার কার্য নির্বাহের জন্য শ্রীযুক্ত বাবু ভুবন মোহন কর সম্পাদক এবং বাবু ত্রৈলোক্যনাথ দাস সহসম্পাদক নিযুক্ত হন এবং স্থির হল যে উত্তরবঙ্গের ব্রাহ্ম সমাজগুলোর সম্পাদক কিংবা তাদের মনোনীত যে কোন ব্যাক্তি এই সভার সভ্য হতে পারবেন। আরও স্থির হল যে সভাপতি মহাশয়ের স্বাক্ষরিত হয়ে এই সভার কার্যবিবরণ ব্রাহ্মসমাজ সকলের মতামত জানবার জন্য এবং এই সভাতে তাদের মনোনীত সভ্যের নাম ধাম প্রেরণের জন্য প্রেরিত হোক।[৩৪]

সৈয়দপুরের ব্রাহ্মরা দলাদলীর ভাবকে অত্যন্ত ঘৃণা করতেন বলে যদিও গিরিশচন্দ্র ১৮৭৯ খ্রিস্টাব্দে তাঁর প্রচার বিবরণে উল্লেখ করেছেন, কিন্তু এই সমাজের পরবর্তী ঘটনাসমূহ পর্যবেক্ষণ করলে দেখা যায় সাধারণ ও নববিধান ব্রাহ্ম সমাজের পারস্পরিক মতবিরোধ থেকে সৈয়দপুর ব্রাহ্ম সমাজও নিজেদের বিচ্ছিন্ন রাখতে পারেনি। নববিধান ব্রাহ্ম সমাজের প্রচারক বাবু ত্রৈলোক্যনাথ সান্যাল ১৮৮১ খ্রীষ্টাব্দে সৈয়দপুরে স্থানীয় উন্নতি- বিধায়িনী সভায় ব্রাহ্ম উপাসনা সভার অধিবেশনে নববিধান মতে উপাসনার সময় পৌরাণিক হিন্দু ধর্মের কিছু কিছু অংশ উল্লেখ করায় সৈয়দপুর ব্রাহ্ম সমাজের সম্পাদক কৈলাস চন্দ্র সেন সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজের মুখপত্র তত্ত্বকৌমুদিতে যে প্রতিবাদ পত্র প্রেরণ করেন তা যথাযথ অনুধাবন করলে এই উভয় সমাজের দ্বন্দ্বের চিত্র ফুটে ওঠে। নীচে এই প্রতিবাদ পত্রটির আংশিক উল্লেখ করা হল-

মহাশয়!

অনুগ্রহ করিয়া আপনার বিখ্যাত পত্রিকায় আমার নিম্নলিখিত কয়েকটি পঙক্তি স্থান দিয়া বাধিত করিবেন। আপনি উদার ব্রাহ্মধর্ম্মের পবিত্রতা রক্ষা করিতে কখনই সঙ্কুচিত হন নাই এবং হইবেনও না। ইহাই আমার অন্তরের বিশ্বাস।

বিগত ১৪ই সেপ্টেম্বর ভারতবর্ষীয় (ব্রাহ্ম) সমাজের শ্রদ্ধাস্পদ প্রচারক শ্রীযুক্ত বাবু ত্রৈলোক্যনাথ সান্যাল মহাশয় দার্জিলিং যাত্রাকালে উত্তর বাঙ্গলা রেলপথের প্রধানতম ষ্টেশন সৈয়দপুরে অবতরণ করিয়াছিলেন। অনেকে অবগত আছেন সৈয়দপুরে একটি ব্রাহ্মসমাজ আছে, কিন্তু ভারতবর্ষীয় সমাজের সহিত কোন কোন মতে অনৈক্য থাকায় অত্রস্থ ব্রাহ্মরা তাঁহাকে স্থানীয় ব্রাহ্মসমাজে উপাসনাদি করিবার জন্য কোন প্রকার অনুরোধ করেন নাই। উন্নতি বিধায়িনী সভার কতিপয় মান্য গণ্য ব্যক্তির অনুরোধে স্থানীয় উন্নতি-বিধায়িনী সভায় উপাসনা সভার অধিবেশন হয়। সভায় কি ব্রাহ্ম, কি হিন্দু, কি মুসলমান অনেকেই উপস্থিত ছিলেন। শ্রদ্ধাস্পদ প্রচারক মহাশয় উপাসনার সময় ঈশ্বর যোগসাধন ও পৌরাণিক হরিভক্তি স্বতন্ত্রভাবে উল্লেখ করিয়া পবিত্র ব্রাহ্মধর্ম্মের একমেবাদ্বিতীয়ম্ যে মূল সত্য তাহার ভিত্তিমূলে আঘাত করিয়াছেন। পর রাত্রে লক্ষী সরস্বতী ইত্যাদির সত্তা ও উপাসনাদির প্রয়োজনীয়তা প্রতিপাদন করিয়া ব্রাহ্মধর্ম্মের পবিত্রতা কলুষিত করিয়াছেন। তাঁহার ও তাঁহার উদ্দেশ্যের প্রতি যাঁহাদের প্রগাঢ় শ্রদ্ধা ছিল, তাঁহারা এই মত বৈপরীত্য দেখিয়া যার পর নাই আক্ষেপ প্রকাশ করিয়াছেন। উপাসনার সময়ে সঙ্গীত হয় তাহাতে মধ্যে মধ্যে ভবানী বিষয়ের অবতারণা করিয়া স্থানীয় ব্রাহ্মদিগকে ভয়ানক বিভীষিকা প্রদর্শন করিয়াছেন। এই প্রকার প্রচার আবার ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার বলিয়া প্রচার করায় বিষময় ফল ফলিতেছে। অত্রত্য কয়েকজন ভদ্র সন্তান শ্রীযুক্ত ত্রৈলোক্য বাবুর উক্ত প্রকার উপাসনা ও সঙ্গীতের প্রনালী শ্রবণ করিয়া মুক্তকণ্ঠে এই ভাব প্রকাশ করিয়াছেন, যে এ আমাদের পৌরাণিক ধর্ম, ত্রৈলোক্য বাবু দেব দেবী মানিয়া থাকেন, কৃষ্ণলীলা মানাও অসম্ভব নয়, ব্রাহ্মেরা আবার পৌত্তলিকতা মানিতে আরম্ভ করিয়াছেন। এইক্ষনে ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারের সময় নয়, ইহাও কেহ কেহ বলিতেছেন।

হা পরমেশ্বর! পবিত্র ব্রাহ্মধর্ম্মের শেষে কি এই দুর্দ্দশা ঘটিল?

সৈয়দপুর, *বশম্বদ*

২০-৯-১৮৮১ *শ্রী কৈলাসচন্দ্র সেন*[৩৫]

বস্তুতঃ এই চিঠিটি সৈয়দপুরের নববিধান ব্রাহ্মদের সাথে সাধারণ ব্রাহ্মপন্থীদের বিরোধের জ্বলন্ত প্রমাণ হিসাবেই ধরা যায়। এছাড়া সৈয়দপুর উন্নতি বিধায়িনী সভার সপ্তম সাম্বৎসরিক উৎসবের বিবরণেও স্বীকার করা হয়েছিল যে এখানে অনেকদিন থেকে একটি দলাদলির ভাব ছিল এবং তার দূরকল্পে সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজের প্রচারক রামকুমার বিদ্যারত্ন ঔষধ স্বরুপ 'আমাদিগের কি আছে' এই সম্বন্ধে একটি বক্তৃতা প্রদান করেছিলেন।[৩৬]

১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দে সৈয়দপুর ব্রাহ্মসমাজের নুতন মন্দিরের নির্মাণ করা হয় এবং এর প্রতিষ্ঠা কার্যোপলক্ষ্যে উৎসব হয়। বাবু আশুতোষ বসু সময়োপযোগী প্রার্থনা করে উৎসবের উদ্বোধন করেন এবং প্রচারক শ্রীযুক্ত নবদ্বীপ চন্দ্র দাস মন্দিরের প্রতিষ্ঠা পত্র পাঠ করেন। সম্পাদক সৈয়দপুর ব্রাহ্মসমাজের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস পাঠ করেন। শ্রীযুক্ত রাজা গোবিন্দ লাল রায় বাহাদুর ও অন্যান্য অনেকেই এই সমাজ নির্মাণের জন্য সাহায্য প্রদান করেছিলেন। বাবু আদিনাথ চট্টোপাধ্যায়, বাবু বঙ্কুবিহারী বসু, বাবু জগন্নাথ, বাবু গিরিশ চন্দ্র কাঞ্জিলাল এবং অন্যান্য অনেক ব্রাহ্মই এই নবমন্দির প্রতিষ্ঠা উপলক্ষ্যে উৎসবে যোগদান করেছিলেন।[৩৭]

বিভিন্ন সময় বিভিন্ন ব্রাহ্ম প্রচারক এই সৈয়দপুরে এসে ব্রাহ্মধর্ম প্রচার করে গেছেন। গনেশ চন্দ্র ঘোষ ১৮৭৯ খ্রিস্টাব্দে সৈয়দপুরে প্রচারকার্যে এসে দুই দিন অবস্থান করেছিলেন। প্রথমদিন উপাসনা ও বন্ধুদের সাথে কথোপকথন এবং দ্বিতীয়দিন knowledge and religionবিষয়ে বক্তৃতা দিয়েছিলেন।[৩৮] ১৮০৬ খ্রিস্টাব্দের তত্ত্বকৌমুদির একটি তথ্যে দেখা যায় পণ্ডিত বিজয় কৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয় সৈয়দপুর ব্রাহ্মসমাজের উৎসব উপলক্ষ্যে

সেখানে গমন করেছিলেন। তাঁর সঙ্গে কলকাতা থেকে ৩/৪ জন ব্রাহ্ম গিয়েছেন। এদিকে বাবু নবদ্বীপ চন্দ্র দাস ও বাবু আদিনাথ চট্টোপাধ্যায় সেখানে গিয়ে জুটেছেন। ফলে উৎসবে মহাসমারোহ ও নবজীবন লাভ করে সকলে কৃতার্থ হয়েছিলেন।[৩৯] সৈয়দপুরের অন্তর্গত কামারপুকুর গ্রামের জমিদার শ্রীযুক্ত বাবু বিরজা মোহন চৌধুরী মহাশয়ের সঙ্গে ব্রাহ্মদের যথেষ্ট সদ্ভাব লক্ষ্য করা যায়। ১৮৮৭ খ্রীষ্টাব্দে সৈয়দপুর ব্রাহ্মসমাজের নববর্ষ উৎসবের সময়কালে ব্রাহ্মরা এই জমিদার মহাশয়ের ভবনে উপাসনা ও কীর্তনাদি করেছিলেন। বিরজাবাবুর যত্নে কামারপুকুরের কয়েকঘর ভদ্রলোক উপস্থিত ছিলেন।[৪০] সৈয়দপুর ব্রাহ্ম সমাজের সম্পাদক কৈলাস চন্দ্র সেনের বক্তব্য ছিল আমাদের দেশে স্ত্রীলোকদের শারিরীক রোগ আরোগ্য করবার জন্য যেমন কতকগুলো স্ত্রীলোকদের চিকিৎসা বিদ্যা অভ্যাস করা নিতান্ত আবশ্যক, তেমনি তাদের আধ্যাত্মিক রোগ আরোগ্য করবার জন্য কতগুলো ধর্মপ্রচারিকার আবশ্যক। এখানকার উন্নতি বিধায়িনী সভার উৎসবে যে নাট্যাভিনয় হয় তার মধ্যে একদিন এখানকার প্রধান প্রধান অনেক ভদ্রমহিলা ঐ অভিনয় দেখতে যেতেন। তখন যদি ব্রাহ্মিকারা ব্রহ্মোৎসব করেন তবে ঐ মহিলাদের অনেকেই অবশ্য এসে এই সদানুষ্ঠানে যোগ দেবেন। এই উদ্দেশ্যের বশবর্তী হয়েই কৈলাস বাবু সৈয়দপুরের ব্রহ্মোৎসব গুলোতে প্রচারকদের সস্ত্রীক আসতে অনুরোধ করতেন। স্বভাবতই সৈয়দপুর ব্রাহ্ম সমাজের উৎসবে রংপুর, কুড়িগ্রাম, জলপাইগুড়ি এবং দিনাজপুর থেকে ব্রাহ্মিকারা এসে যোগ দিয়ে আনন্দ করতেন। কলকাতা থেকেও সময়ে সময়ে ব্রাহ্মিকা ভগিনীরা উৎসবে যোগ দিয়ে বিশেষ উপকার এবং আনন্দ প্রদান করতেন। এখানকার উৎসবের মধ্যে একদিন সন্ধ্যার সময় মহিলাদের উৎসব হত। সেই উপলক্ষে সমাগত ভগ্নীদের মধ্যে একজন উপাসনার কাজ করতেন। শিক্ষিত ব্রাহ্মিকারা সময়ে সময়ে পল্লী মধ্যে গিয়ে হিন্দু মহিলাদের সঙ্গে কথোপকথন করতেন ও উপদেশ দিয়ে এদেশের অনেক কুসংস্কার দূর করবার চেষ্টা করতেন।[৪১] তত্ত্বকৌমুদিতে বর্ণিত সৈয়দপুর ব্রাহ্মসমাজের এইরকম একটি উৎসবের বিবরণ এখানে তুলে ধরা হল- *“সৈয়দপুর ব্রাহ্মসমাজের ১৮শ সাম্বৎসরিক উৎসবের নিম্নলিখিত কার্য বিবরণ পাওয়া গিয়াছে। ২৯শে আগষ্ট সায়ংকালে উৎসবের উদ্বোধন। শ্রীযুক্ত বাবু নবদ্বীপ চন্দ্র দাস আচার্যের কার্য করেন ও ঈশ্বর -আকাঙ্ক্ষা সম্বন্ধে উপদেশ প্রদান করেন। ৩০শে আগষ্ট প্রাতে শ্রীযুক্ত বাবু ভুবনমোহন কর উপাসনা করেন ও প্রেম সম্বন্ধে উপদেশ দেন। তৎপরে দ্বারে দ্বারে কীর্ত্তন করা হয়। অপরাহ্নে ভুবন বাবু গীতা ও মহানির্ব্বাণ তন্ত্র হইতে পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। তৎপরে কিছুকাল আলোচনা হয়। সায়ংকালে নবদ্বীপ বাবু ‘এ কি কথা’ সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন। ৩১শে আগষ্ট প্রত্যুষে দ্বারে দ্বারে ঊষা কীর্ত্তন হয়। তৎপরে সমাজে উপাসনা হয়। নবদ্বীপ বাবু আচার্য্যের কার্য্য করেন ও উপাসনা সম্বন্ধে উপদেশ দেন। অপরাহ্নে ব্রাহ্ম সম্মিলনী হয়। তৎপরে নগরসংকীর্তন হয়। কীর্ত্তনের মধ্যে সৈয়দপুর হাটে ভুবনবাবু ও নবদ্বীপ বাবু ‘প্রেম ও সততা’ সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন। সায়ংকালে মন্দিরে নবদ্বীপ বাবু উপাসনা করেন ও ব্রহ্মকৃপা সম্বন্ধে উপদেশ দেন। কলিকাতা, দিনাজপুর, নেলফামারী ও বারসই হইতে ব্রাহ্মবন্ধুগণ সমাগত হইয়া উৎসবে যোগদান করতঃ আমাদিগকে উৎসাহিত করিয়াছেন”।*[৪২]

সৈয়দপুরে একাধিক সৎকার্য হয়। তার মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ছিল ব্রাহ্ম সমাজের পক্ষ থেকে এখানে ‘ব্রাহ্ম বোডিং’ স্থাপনের উদ্যোগ গ্রহণ। বাবু প্যারীলাল ঘোষ দুঃস্থ বালক বালিকাদের জন্য মফস্বলে একটি বোডিং স্থাপনের উদ্দেশ্যে যে আবেদন করেছিলেন সে বিষয়ে রংপুর এর শ্রী হরিমোহন বসু সৈয়দপুরে ব্রাহ্ম বোডিং স্থাপনের প্রয়োজনীয়তা উল্লেখ করে একটি পত্র (৭ই চৈত্র ১৮০৭ শক এ লিখিত) তত্ত্বকৌমুদিতে প্রকাশ করেন। পত্রটির আংশিক এখানে উল্লেখ করা হল- *“উত্তরবঙ্গে একটি ব্রাহ্ম বোডিং সংস্থাপনের বিশেষ আবশ্যকতা উপলব্ধি হইয়াছে। উত্তরবঙ্গ অস্বাস্থ্যকর বলিয়া চিরপ্রসিদ্ধ; রঙ্গপুর দিনাজপুর নাম শুনিলেই অনেকে শিহরিয়া উঠেন। সৈয়দপুর অপেক্ষাকৃত স্বাস্থ্যকর। সুনীতি সম্পন্ন উন্নতিশীল কয়েকজন ব্রাহ্মের বাসভূমি। আহার্য্য দ্রব্যাদিও দুষ্প্রাপ্য বা দুর্মূল্য নয়। গমনাগমনের বিলক্ষণ সুবিধা আছে। সুচিকিৎসকেরও অভাব নাই। সৈয়দপুর টাউনের উপর বোডিং না করিয়া অপেক্ষাকৃত দূরবর্ত্তী নির্জ্জন সমতল ভূমিতে স্থান নির্ব্বাচন করিতে হইবে। নগরের কোলাহলে যে সকল অনিষ্ট সংঘটিত হয় তাহা হইবেনা। অথচ নগরের সান্নিধ্য হেতু নগরের সুবিধা হইতেও বঞ্চিত হইতে হইবেনা। বালক*

বালিকারা আমোদ করিয়া বোর্ডিং এর সন্নিহিত ভূমিতে বাগান করিবে। স্বহস্তে ভূমিকর্ষণ, বৃক্ষরোপণ এবং জলসেচন করিয়া অতুল আনন্দ সম্ভোগ করিতে পারিবে। অবসর কালে এবং বিষ বিশুদ্ধ আমোদে যাপন করিলে নৈতিক ও দৈহিক বল বর্দ্ধিত ও পরিপুষ্ট হইবে। বিলাস-লালসা পরিবর্দ্ধিত না হয় এবং কর্ম্মঠ জীবন লাভ করিতে পারে তৎপ্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখিতে হইবে।... বোর্ডিং এর শিক্ষক ও তত্ত্বাবধায়কগণ সুনীতিসম্পন্ন ও কর্ত্তব্যপরায়ণ এবং কর্ম্মকুশল না হইলে চলিবেনা। বহুজ্ঞ, নীতিপরায়ণ ও ধার্ম্মিক হইলেই সুশিক্ষক হওয়া যায় না। বালক বালিকাদিগের হৃদয়ে সদুপদেশরুপ বীজ বপন বড়ই দুরহ কার্য। বোর্ডিং এর পরিচালক সুনীতিপরায়ণা সুশীলা, স্নেহময়ী জননীর স্বভাব লইয়া কর্ম্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইবেন। সময়ের সদ্ব্যবহার করিতে অনেকেই অসমর্থ। বোর্ডিং এর তত্ত্বাবধায়কগণ তদ্বিষয়ে সাবহিত ও সতর্ক থাকিবেন, নগরের প্রতিবেশীদিগের সান্নিধ্য ও সংসর্গহেতু ব্রাহ্ম বালক বালিকাদিগের মধ্যে যে সকল কুসংস্কার সংক্রামিত হয়, বোর্ডিং প্রণালীতে তাহা প্রতিবিদ্ধ হইবে। প্যারী বাবু অল্পব্যয়ে বোর্ডিং সংস্থাপনে সমুৎসুক। আমরা আনুমানিক হিসাব ধরিয়া দেখিলাম, ৫ টাকার কমে মফঃস্বলেও চলেনা। বোর্ডিং এর খরচের হার ৪ টাকা ধার্য হইলে ভাল হয়।... যিনি কোন কার্যের প্রথম প্রবর্ত্তক ক্ষতি ও বিড়ম্বনা তাঁহার নিত্য সহচর। প্যারী বাবুও এই নিয়ম অতিক্রম করিতে পারিবেন কিনা ভগবান জানেন। মঙ্গলময় প্যারীবাবুর সাধু ইচ্ছা পূর্ণ করুন"।[৪৩] বস্তুতঃ হরিমোহন বাবুর এই প্রস্তাব বাস্তবে সফলতা লাভ করেছিল কিনা অর্থাৎ সৈয়দপুরে ব্রাহ্ম বোর্ডিং নির্মাণ হয়েছিল কিনা তা প্রমাণের অভাবে বলা না গেলেও অনুমান হয় এই উদ্যোগটি ফলপ্রসুই হয়েছিল।

এছাড়া সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজের দ্বারা সৈয়দপুরের অন্তর্গত দৌলতপুরে একটি 'ছাত্র সমাজ' প্রতিষ্ঠিত হয়। এখানে বছরের বিভিন্ন সময় বিভিন্ন উপলক্ষ্যে ব্রাহ্ম সমাজের প্রচারকদের দ্বারা উপদেশ ও বক্তৃতাদি প্রদান করা হত। ১৮৮৯ খ্রীষ্টাব্দের ৩০ শে বৈশাখ বরিশাল ব্রাহ্মসমাজের প্রচারক বাবু মনোরঞ্জন গুহ ও আরও দুটি ভদ্রলোক প্রচারের উদ্দেশ্যে সৈয়দপুরের মহেশ্বর পাশা গ্রামে এসেছিলেন। বিকেলে পাশ্ববর্তী দৌলতপুর ছাত্রসভার সভ্যদের দ্বারা অনুরুদ্ধ হয়ে তাদের চরিত্রোন্নতি বিধায়ক নানাবিধ উপদেশ প্রদান করেন। পরদিন বিকেলে গ্রামের বালকদের অনুরোধে সেখানকার বালিকা বিদ্যালয় গৃহে অতিসুন্দর উপদেশ পূর্ণ একটি বক্তৃতা করেন। এই ব্রাহ্ম প্রচারকের বক্তৃতার দ্বারা কিভাবে সেই গ্রামের বালকেরা প্রভাবিত হয়েছিল এবং তাদের মধ্যে একটি সামাজিক আন্দোলনের স্রোত উঠেছিল ও তাদের অভিভাবকেরাই বা কি প্রতিক্রিয়া দেখিয়েছিলেন, তার সুন্দর বর্ণনা পাওয়া যায় তত্ত্বকৌমুদী পত্রিকায় সৈয়দপুর থেকে জনৈক্য বন্ধুর লিখিত বিবরণে। তিনি লিখেছেন- *"অত্যন্ত আহ্লাদের বিষয় গ্রামের একদল অল্প বয়স্ক বালক, যাহারা দুর্নীতির স্রোতে গা ঢালিয়া দিয়া অবনতির পথে অগ্রসর হইতেছিল, মনোরঞ্জন বাবুর উপাসনা, উপদেশ ও বক্তৃতার দ্বারা তাহাদিগের সকলেরই মনের গতি ফিরিয়া গিয়াছে। বিশেষতঃ দুটি বালকের বিশেষ পরিবর্তন দেখা যাইতেছে। অত্যন্ত দুঃখের এবং আশ্চর্যের বিষয় এই যখন গ্রামের এই সকল বালকেরা দুর্নীতির স্রোতে ভাসিতেছিল, তখন ইহাদিগের অভিভাবকেরা কোন প্রকার শাসন কিম্বা উপদেশ দ্বারা সৎপথে চালাইতে চেষ্টা করেন নাই, কিন্তু এখন যেমন তাহাদিগের ধর্ম্মের দিকে - ঈশ্বরের দিকে- চরিত্রোন্নতির দিকে দৃষ্টি পড়িয়াছে, তেমনি অভিভাবকেরা তাহাদিগের প্রতি কঠোর ব্যবহার করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। পূর্ব্বে যখন বালকেরা কুকার্যের জন্য, একত্রে মিলিত তখন অভিভাবকেরা শাসন করিতেন না, কিন্তু এখন তাহারা ধর্মালোচনার জন্য, চরিত্রোন্নতির জন্য মিশিতে গেলে পিতা মাতা হইতে বাধা প্রাপ্ত হইতেছে। হায়! কবে এই সকল লোকের চক্ষু ফুটিবে! বাবু মেঘনাদ মজুমদার পূর্ব্বে মৃত্তিকা নির্ম্মিত শিবপূজা করিতেন, কিন্তু তিনি যে মুহূর্ত হইতে বুঝিতে পারিয়াছেন যে, পৌত্তিলকতা অনন্ত ঈশ্বরের পূজা নহে, সেই মুহূর্ত হইতেই মৃত্তিকার শিবকে বিদায় দিয়া অনন্ত মঙ্গলের প্রস্রবণ যিনি তাঁহার পূজায় মনোনিবেশ করিয়াছেন। গালাগালি তাঁহার অঙ্গের ভূষণ হইয়াছে। ভগবানের নিকট প্রার্থনা তিনি তাহাঁর দুর্বল সন্তানের অন্তঃকরণে বলের সঞ্চার করুন, যাহাতে তাঁহার সন্তান সকল প্রকার অপমান যাতনা সহ্য করিয়া তাঁহার নাম মহীয়ান্ করিতে পারেন। যাঁহারা প্রকাশ্যে জাতিভেদ পরিত্যাগ করিয়াছেন নানা প্রকার কুৎসা করিয়া তাঁহাদিগকে অপদস্থ করিবার জন্য হিন্দু সমাজের অগ্রণীগণ বিশেষ চেষ্টা করিতেছেন; এবং তাঁহাদের আত্মীয়দিগকে নানা প্রকার ভয় দেখাইয়া যাহাতে তাঁহাদের দমন হয়, এরূপ চেষ্টা করিতেছেন, কিন্তু*

আগুন কাপড়ে বাঁধিয়া রাখে কাহার সাধ্য? পূর্বোল্লেখিত দৌলতপুর ছাত্র সভার দ্বারা বালকদিগের সর্ব্বপ্রকার উন্নতির যথেষ্ট সাহায্য হইতেছিল কিন্তু এই আন্দোলনের পর হইতে বৃদ্ধেরা সভার উপর খড়্গহস্ত হইয়াছেন। তাঁহাদিগের বিশ্বাস বালকদিগকে ব্রাহ্ম করিবার জন্য এই সভা হইয়াছে। কিন্তু বাস্তবিক এই সভাতে কোন প্রকার ধর্ম্মের আলোচনা হয় না। বিশেষতঃ যে সকল বালকের মনের গতি পরিবর্তিত হইয়াছে তাঁহারা কেহই এ সভার সভ্য ছিলেন না। যাহাতে এই সভাতে বালকেরা যাইতে না পারে বিশেষভাবে এরূপ চেষ্টা হইতেছে। কিন্তু ভগবানের কৃপায় এ সকল চেষ্টা ব্যর্থ হইয়া যাইবে। ভগবান আমাদিগকে বল বিধান করুন। তাঁহার সত্য জয়যুক্ত হউক"।[৪৪] ছাত্র সমাজের সদস্য ও অল্প বয়সি বালকদের মনে ব্রাহ্ম সমাজ কতটা প্রভাব ফেলেছিল এবং কিভাবে তাদের সামাজিক চিন্তাধারার পরিবর্তন ঘটিয়েছিল এই উদ্ধৃতি তারই সাক্ষ্য বহন করে।

কুড়িগ্রাম: কুড়িগ্রাম রংপুর জেলার অন্তর্গত পূর্বপ্রান্তে অবস্থিত একটি উপবিভাগ (সাবডিভিশন)। এর পূর্ব পাশ দিয়ে ধবলা নামক নদী প্রবাহিত। কলকাতা থেকে বাষ্পীয় শকটযোগে কাত্তনিয়া ষ্টেশন পর্যন্ত এসে তিস্তা নদী পার হয়ে ষ্টীম ট্রাম শকটে কুড়িগ্রাম পৌছাতে হয়। তিস্তা থেকে কুড়িগ্রামের দুরত্ব ১৮ মাইল।[৪৫] এই কুড়ীগ্রাম আসাম ও বঙ্গদেশের মাঝখানে অবস্থিত। তাই বাষ্পীয় নৌকাতে বঙ্গদেশ থেকে আসাম প্রদেশে যাতায়াত করতে হলে কুড়িগ্রামে অবতরণ করতে হয়। উনবিংশ শতাব্দীর শেষের দিকে ধুবড়ী থেকে প্রত্যেকদিন কুড়ীগ্রামে বাষ্পীয় পোত যাতায়াত করেছে।[৪৬] এখানে বেশ কয়েক বছর ব্রহ্মনিষ্ঠ শ্রীযুক্ত হরনাথ দাস মহাশয় বাস করেছেন। তিনি প্রত্যহ তার ধর্মপত্নীর সঙ্গে নিয়মিতরূপে ব্রহ্ম উপাসনা করতেন। তাছাড়া এখানে কর্ম উপলক্ষে অনেকগুলি বাঙ্গালি ভদ্রলোক বাস করতেন।[৪৭] ১৮০১ শকে গিরিশচন্দ্র সেন ব্রাহ্মধর্ম প্রচারে কুড়ীগ্রামে এসেছিলেন। তিনি তার প্রচার বৃত্তান্তে লেখেন- *"আসাম এবং রংপুরের যে কয়েকটি স্থান লেখক পরিদর্শন করিয়াছেন সে সমুদয় স্থানেই তিনি ধর্মপ্রচারের বিশেষ অনুকূল ক্ষেত্র দেখিয়াছেন। বক্তৃতার কেবল বিজ্ঞাপন পাইলেই সকল মতাবলম্বীরাই সানুরাগে বক্তৃতাগৃহে উপস্থিত হইয়া অতি ভদ্র এবং শান্তভাবে বক্তৃতা শ্রবণ করেন। আদর্শ সাধু জীবনের অভাবেই এ সকল স্থান ধর্ম্মচর্চা বিহীন হইয়া অতি মলিন এবং বিশ্রী হইয়াছে। দুই একজন খাটি ব্রাহ্ম যদি একটু দয়াবান হইয়া আপন আপন প্রতিবেশীদিগের সেবায় নিযুক্ত হন, লেখকের দৃঢ় বিশ্বাস যে এ সকল স্থান স্বর্গীয় শোভা ধারণ করিবে"*।[৪৮] স্বভাবতই এখানে একটি বিধানাশ্রিত (নববিধান) ব্রাহ্মসমাজ স্থাপিত হয়। কুড়িগ্রামের এই নববিধান সমাজের প্রতিষ্ঠা হয়েছিল ১৮৮০ খ্রিস্টাব্দে এবং সেই উপলক্ষে ঐ বছর ২৮এ আষাঢ় থেকে ৪ঠা শ্রাবণ পর্যন্ত ৭ দিন সেখানে উৎসব হয়েছিল। সেই উৎসব উপলক্ষে কলকাতা থেকে নববিধান ব্রাহ্ম প্রচারক ভাই গৌরগোবিন্দ রায় এবং ভাই রামচন্দ্র সিংহ সেখানে গিয়েছিলেন।[৪৯] ১৮৮২ খ্রিস্টাব্দে কলেটের ব্রাহ্ম ইয়ার বুকেও কুড়িগ্রাম ব্রাহ্ম সমাজের প্রতিষ্ঠাকাল ১৮৮০ খ্রিস্টাব্দ বলেই উল্লেখ রয়েছে।[৫০] এই সময় কুড়িগ্রাম ব্রাহ্মসমাজের আচার্য ছিলেন বাবু হরনাথ দাস এবং সম্পাদক ছিলেন বাবু জানকীনাথ দত্ত। এদের অনুপস্থিতিতে ডাক ওভারশিয়ার বাবু হরিপ্রসাদ দাস আর দুটি ভ্রাতার সঙ্গে ব্রাহ্মসমাজ গৃহে শারদীয় উৎসব সম্পন্ন করেছিলেন। এই উপলক্ষে সমাজগৃহটি সুসজ্জিত করা হয়েছিল এবং সন্ধ্যার সময় সঙ্গীত ও উপাসনা হয়েছিল।[৫১] এখানকার স্থানীয় ভদ্র মহোদয়গণ দরিদ্রদেরকে দান করবার জন্যে সমাজে কিছু কিছু অর্থ প্রদান করে থাকতেন। ১৮৮০ সনে প্রায় ৩০ টাকা সংগ্রহ হয়েছিল।[৫২] কুড়িগ্রামে একজন ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট ও দুইজন মুন্সেফ ছিলেন।[৫৩] ১৮৮৬ খ্রিস্টাব্দে দেখা যায়, সেখানকার সাব রেজিস্টার শ্রীযুক্ত বিপিন বিহারী সেহানবিশ ছিলেন ঐ সমাজের উপাচার্য্য।[৫৪] এখানকার প্রথম মুন্সেফ শ্রীযুক্ত বাবু সারদা প্রসন্ন মুখোপাধ্যায় এবং দ্বিতীয় মুন্সেফ শ্রীযুক্ত সৈয়দ অবদোর রহমান সাহেব ব্রাহ্মসমাজের প্রতি সহানুভূতি পোষণ করতেন।[৫৫] গিরিশচন্দ্র সেন পরবর্তীকালেও একাধিক বার ব্রাহ্মধর্ম প্রচার ও বিভিন্ন উৎসব উপলক্ষ্যে কুড়িগ্রামে এসে বিপিন বিহারী সেহানবিশের ভবনে অবস্থিতি করেছিলেন। সমাজ গৃহে একাধিকবার বক্তৃতা ও উপদেশ দিয়েছেন এবং সেখানকার থিয়েটার গৃহে বক্তৃতা, ব্রাহ্মদের বিভিন্ন ব্যাক্তিগত পারিবারিক অনুষ্ঠান সম্পাদন করেছিলেন যা ধর্ম্মতত্ত্বের বিভিন্ন সংখ্যায় বর্ণিত হয়েছিল।[৫৬] ১৮৮৩ খ্রীষ্টাব্দের ১১ই মাঘ কুড়িগ্রাম ব্রাহ্মসমাজের উৎসবের মধ্যে বাবু হরিনাথ সিংহ ডাক্তার মহাশয় প্রকাশ্যরূপে ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ করেছিলেন।[৫৭] এই ডাক্তার হরিনাথ সিংহের নবপ্রসুত

কুমারের শুভ জাতকর্ম নবসংহিতা মতে সম্পাদিত হয়েছিল কুড়িগ্রামে এবং ভাই শ্রীযুক্ত কালীশঙ্কর দাস মহাশয় বেদীর কাজ করেছিলেন। উপাসনা গৃহ সংহিতানুরূপ সাজানো হয় এবং বাদ্যোদ্যমেরও ব্যবস্থা ছিল।[৫৮] এছাড়াও কুড়িগ্রামের ভ্রাতা ডেপুটি পোষ্টমাষ্টার রাজেন্দ্র বাবু, নায়েব হরিশচন্দ্র রায় নববিধানী ব্রাহ্ম ছিলেন এবং এদের পরিবারের বিভিন্ন অনুষ্ঠান নবসংহিতা মতে সম্পন্ন হত এবং এই উপলক্ষ্যে সংকীর্তন প্রার্থনা ও সৎপ্রসঙ্গ হত। এর বিবরণ ধর্মতত্ত্বের বিভিন্ন সংখ্যায় পাওয়া যায়।[৫৯] সাবডিভিশনের ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট বাবু দীননাথ দে কেও ব্রাহ্মদের বিভিন্ন অনুষ্ঠান উপলক্ষ্যে যোগদান করতে দেখা যায়।[৬০] কুড়িগ্রামে ব্রাহ্ম সমাজের অন্তর্গত একটি 'ছাত্রসভা' প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। ১৮৮৮ খ্রীষ্টাব্দের একটি বিবরণে দেখা যায় সেই বছর ১১ই বৈশাখ সেখানকার স্কুল গৃহে ছাত্রসভার ত্রৈমাসিক উৎসব উপলক্ষ্যে ব্রাহ্ম প্রচারক গিরিশচন্দ্র সেন বক্তৃতা করেছিলেন এবং প্রকৃত শিক্ষা বিষয়ে উপদেশ দিয়েছিলেন। কুড়িগ্রাম ব্রাহ্মসমাজের উপাচার্য বিপিন বাবু এখানে সভাপতির আসন গ্রহণ করেছিলেন।[৬১] এছাড়া পরবর্তীকালের প্রথম মুন্সেফ শ্রীযুক্ত বাবু রাধানাথ সেন এবং দ্বিতীয় মুন্সেফ শ্রীযুক্ত মন্মথ বাবুকেও ব্রাহ্মদের বিভিন্ন ধর্মালোচনা ও বক্তৃতাগুলোতে উপস্থিত থাকতে দেখা যায়।[৬২] বিভিন্ন সময় ভিন্ন ভিন্ন প্রচারক এসে কুড়িগ্রামে ব্রাহ্মধর্ম প্রচার করে গেছেন। ১৯০৩ খ্রীষ্টাব্দে ভাই ব্রজগোপাল নিয়োগী ও চন্দ্রমোহন কর্মকার উত্তরবঙ্গে প্রচারকার্যে বেড়িয়ে রংপুর থেকে কুড়িগ্রামে গিয়েছিলেন। ভাই ব্রজগোপালের বক্তৃতা শুনে সেখানকার সাব ডিভিশনাল অফিসার ও মুন্সেফ, আমলা, উকিল প্রভৃতিরা বিশেষ আনন্দিত ও উৎসাহিত হয়েছিলেন।[৬৩]

নিলফামারী: রঙ্গপুর জেলার নিলফামারী সাবডিভিশনে ব্রাহ্ম সমাজের অন্তর্গত একটি প্রার্থনা সমাজ স্থাপনের খবর পাওয়া যায়। এই সমাজটি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দের ২৩ শে আগষ্ট। এই স্থানে ইতিপূর্বে একইশ্বরের উপাসনা করবার জন্য কোন নির্দিষ্ট মন্দির ছিলনা। স্থানীয় মোক্তার বাবু গিরিশচন্দ্র কাঞ্জিলাল মহাশয় ও অপর কয়েকটি সম্ভ্রান্ত উৎসাহী ব্যাক্তির যত্নে ও আগ্রহে এই শুভানুষ্ঠান হয়েছিল। এই মহকুমায় প্রায় একশ শিক্ষিত লোক ছিলেন এবং তাদের অনেকের মধ্যে ব্রাহ্মদের প্রতি যথেষ্ট সদ্ভাব ছিল। প্রকৃত ধর্মপিপাসু ব্যাক্তি যে কখনও কোন ধর্ম বা কোন ধর্ম-সম্প্রদায়কে ঘৃণা বা অশ্রদ্ধা করতে পারেন না, এরা তারই প্রমাণ স্বরূপ। এর আগে সৈয়দপুর থেকে ব্রাহ্মরা দুই তিনবার সেখানে গিয়েছিলেন। শ্রদ্ধেয় বাবু নবদ্বীপ চন্দ্র দাস প্রচারক মহাশয় ও বাবু অঘোরনাথ মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে সৈয়দপুরের ব্রাহ্ম বঙ্কুবিহারী বসু আরেকবার সেখানে গিয়েছিলেন এবং স্থানীয় অনেকেই উপাসনা ও কীর্তনে অত্যন্ত আনন্দ ও উৎসাহের সঙ্গে যোগদান করেছিলেন। তাদের মধ্যে এই নবোৎসাহ দর্শন করেই মূলত সেখানে সমাজ স্থাপনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।[৬৪] সৈয়দপুর থেকে শ্রদ্ধেয় বাবু কৈলাস চন্দ্র সেন, বাবু মহেন্দ্র নাথ মিত্র, বাবু জানকীনাথ গঙ্গোপাধ্যায় প্রভৃতি ব্রাহ্মরা সেই তারিখে মন্দির প্রতিষ্ঠা উপলক্ষ্যে নিলফামারী গিয়েছিলেন এবং ব্রাহ্ম সমাজ স্থাপন করবার উদ্দেশ্য বিষয়ে উপদেশ দিয়েছিলেন।[৬৫] এখানকার ব্রাহ্মসমাজের সদস্যদের মধ্যে শ্রীযুক্ত বাবু গিরিশচন্দ্র কাঞ্জিলাল, ডাক্তার শ্রীযুক্ত অম্বিকাচরন বসু, ডেপুটী বাবু শ্রীযুক্ত তুলসী দাস মুখোপাধ্যায়, উকীল শ্রীযুক্ত রাধাচরন রায় মহাশয়ের নাম দেখতে পাই।[৬৬] এছাড়াও বাবু অভয়চরণ ঘোষ, বাবু হরচন্দ্র দাস নিলফামারী ব্রাহ্ম সমাজের সদস্য ছিলেন।[৬৭] নিলফামারী ব্রাহ্ম সমাজ ব্রাহ্মধর্মের কোন শাখার অন্তর্ভুক্ত ছিল তা জানা যায়না। তবে বছরের বিভিন্ন সময় নববিধান ও সাধারণ উভয় মতাবলম্বী ব্রাহ্মদেরকে প্রচারকাজে এখানে আসতে দেখা যায়। নববিধান সমাজের ভাই গৌরগোবিন্দ রায় ও কান্তিচন্দ্র মিত্র ১৮৮৭ খ্রীষ্টাব্দে ফুলবাড়ী ও রংপুরের ব্রাহ্ম সমাজের সাম্বৎসরিক উৎসবের কার্য সম্পন্ন করে নিলফামারী গিয়েছিলেন। ২৭ শে ফাল্গুন নিলফামারীতে বক্তৃতা হয়, বিষয়- 'ধর্মে বিবাদ নাই, বিবাদ অজ্ঞানতা ও পাপমূলক'।[৬৮] ১৮৮৯ খ্রিস্টাব্দে নববিধান সমাজের রামচন্দ্র সিংহ প্রচারকার্যে নিলফামারি এসে স্থানীয় ভদ্রলোকদিগের উপস্থিতিতে স্থানীয় ব্রাহ্মমন্দিরে সামাজিক উপাসনা, উপদেশ, পরদিন নগর সংকীর্তন এবং উল্লেখিত ব্যাক্তিদের গৃহে পারিবারিক উপাসনা, ভজন ও ভোজন অত্যন্ত সমারোহ পূর্বক সম্পন্ন করেছিলেন।[৬৯] ১৮৯২ খ্রীষ্টাব্দে প্রাণকৃষ্ণ দত্ত রংপুরের উপবিভাগ নিলফামারীতে গমন করেন। সেখানে কয়েকদিন অবস্থিতি করে সামাজিক উপাসনা ও উপদেশ এবং পারিবারিক উপাসনা ও সৎপ্রসঙ্গাদি যোগে বিধানতত্ত্ব প্রচার করেন।[৭০] আবার সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সাধনাশ্রম থেকে শ্রীযুক্ত

কাশিচন্দ্র ঘোষাল ও গিরিশচন্দ্র কাঞ্জিলাল ১৮৯৪ খ্রীষ্টাব্দে উত্তরবঙ্গে প্রচারার্থে গমন করে নিলফামারী ধর্মমন্দিরে 'বিশ্বাসই ধর্মের প্রাণ' এই বিষয়ে একদিন বক্তৃতা এবং যীশুখ্রীষ্ট, শাক্য সিংহ ও চৈতন্য দেবের জীবন অবলম্বন করে একদিন ধর্মব্যাখ্যা ও সংগীতাদি এবং স্থানীয় ব্রাহ্মদের নিয়ে উপাসনা করেন।[৭১]

সদ্যপুষ্করিনী: রঙ্গপুর জেলার সদ্যপুষ্করিনী গ্রামের সঙ্গে যে ব্রাহ্মের জীবন ওতোপ্রতভাবে জড়িয়েছিল তিনি হলেন বিখ্যাত ব্রাহ্ম প্রচারক কালীশঙ্কর দাস কবিরাজ। ১৭৫৯ শকের ভাদ্র মাসে টাঙ্গাইল সাবডিভিশনের অন্তর্গত কড়াইল গ্রামে কায়স্থকূলে ভাই কালীশঙ্কর দাস জন্মগ্রহণ করেন।[৭২] ব্যাকরণ শিক্ষা সপ্তাহ করে কালীশঙ্কর দাস মত্ত গ্রামের সুপ্রসিদ্ধ চিকিৎসক শ্রী মদ্দুর্গানন্দ সেনের কাছে চিকিৎসাশাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। তার যে স্বাভাবিক আশ্চর্য প্রতিভা ছিল, সেই প্রতিভা বলে তিনি অল্পদিনের মধ্যে অতিসুপ্রসিদ্ধ চিকিৎসক হয়ে ওঠেন। তিনি প্রথমে চিকিৎসার উদ্দেশ্যে রংপুরের কাকিনীয়ায় যান। জমিদার শম্ভুচন্দ্র চৌধুরী তার এই তেজস্বিতার বিশেষ পরিচয় প্রাপ্ত হয়েছিলেন। তিনি এখানে চিকিৎসা কাজে কিছু কিছু দক্ষতা লাভ করেন। অল্পদিন রংপুর জেলায় ও মফস্বলে চিকিৎসা করে লব্ধ প্রতিষ্ঠিত হলে পরিশেষে সেই জেলার অধীন সদ্যপুষ্করীনির জমিদার বাড়ীতে চিকিৎসক নিযুক্ত হন। এখানে ডাক্তারী চিকিৎসায় সমাদর দেখে তিনি নিজের প্রতিভাগুণে অল্পদিনের মধ্যে ইংরাজী মতের চিকিৎসায় বিশেষ দক্ষতা লাভ করেন। তার সুচিকিৎসার জন্য তিনি সেই প্রদেশে বিশেষ প্রসিদ্ধ লাভ করেছিলেন।[৭৩] কালীশঙ্কর দাস কাকিনীয়া পরিত্যাগ করে ভাই বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর ভ্রাতা শ্রীযুক্ত কৃষ্ণচন্দ্র গোস্বামীর সঙ্গে বগুড়ায় যান। সেখানে গোস্বামী মহাশয়ের সঙ্গে ব্রাহ্ম ধর্ম বিষয়ে বিশেষ আলোচনা হয়। গোস্বামী মহাশয়ের বর্ণাশ্রম বিচারে অনাস্থা দেখে ব্রাহ্ম ধর্মের প্রতি তার মনে আস্থা জন্মায়। কিছুদিন তিনি বগুড়ার ব্রাহ্মদের সঙ্গে বাস করেন এবং এই উপলক্ষে সেখানে কিছুদিন স্কুল পণ্ডিতের কাজ করেন।[৭৪] পরে তিনি এসে আবার পুনরায় সদ্যপুষ্করীনিতেই কাজে যোগদান করেন। নবদ্বীপ চন্দ্র দাসও ঐ স্থানের বঙ্গ বিদ্যালয়ের পণ্ডিতের পদে অবস্থিত ছিলেন। ইনি চিরকৌমার্য্য অবলম্বন করে ধর্ম প্রচারকের কাজে ব্রতী থেকেছিলেন।[৭৫] ১৮৭৯ খ্রীষ্টাব্দে গিরিশচন্দ্রের প্রচার বৃত্তান্ত থেকেও জানা যায় প্রায় ১২/১৩ বছর হল শ্রীযুক্ত কালীশঙ্কর দাস মহাশয় সদ্যপুষ্করিনীতে বাস করছেন। ইনি সময়ে সময়ে উপাসনার আনন্দ সম্ভোগের জন্য রঙ্গপুর শহর, সৈয়দপুর, মাহীগঞ্জ, হলদিবাড়ী এবং জলপাইগুড়ি প্রভৃতি স্থানে গমন করে থাকতেন। প্রত্যেকদিন সন্ধ্যাবেলা ইনি এনার পত্নী এবং শ্রীযুক্ত বাবু নবদ্বীপ দাস ও শ্রীযুক্ত বাবু হরিদাস রায়ের সঙ্গে একত্র উপাসনা করে থাকতেন। কখন কখন বন্ধু সমাগমে স্থানান্তে প্রাতঃকালেও সজনে উপাসনা করে থাকতেন।[৭৬] তিনি সদ্যঃপুষ্করীনির জমিদার বাড়ীতে চিকিৎসক থাকাকালীন একটি অনাথ মুসলমান মেয়ে তার গৃহে আশ্রয় নিয়েছিল। তার প্রতি অত্যধিক আদর বশতঃ মুসলমান মেয়েটিকে ব্রাহ্মণের মেয়ে বলে রটনা করে দিয়ে জাতিতে রক্ষা করবার জন্য চেষ্টা হয়, কিন্তু এই ধরণের মিথ্যে রটনা তিনি নিজেই খণ্ডন করে হিন্দু সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েন। পল্লীগ্রামে থেকেও তিনি নিজ বিধবা ভাগ্নীর ব্রাহ্মধর্ম মতে বিয়ে দিয়েছিলেন। সদ্যঃপুষ্করীনির জমিদাররা ছিলেন বিশুদ্ধ ব্রাহ্মণকুলোদ্ভুত। ভাই কালীশঙ্কর জাতি বিচ্যুত হয়েও তাদের দ্বারা কিছুমাত্র অনাদৃত হননি। বরং তার স্বধর্মে সুদৃঢ় বিশ্বাস ও জ্ঞান প্রতিভার জন্য সকলের শ্রদ্ধাভাজন হন।[৭৭] তিনি সময়ে সময়ে চিকিৎসার জন্য আহুত হয়ে সদ্যঃপুষ্করিনী থেকে দিনাজপুর জেলার ফুলবাড়ীতে যেতেন। সেখানে মুনসেফী আদালতের উকিল ও আমলারা সুরাপায়ী ও গণিকাসক্ত ছিলেন। তারা নিজের বাড়িতে অবস্থিতি না করে সবসময় কুস্থানে বসবাস করতেন। ভাই কালীশঙ্কর এই অবস্থা দেখে তাদের উদ্ধারের জন্য ব্যাকুল হন। তার সরল প্রার্থনা, উপাসনা, ব্যাকুলতা ও বিশ্বাসের সামর্থবলে অল্পে অল্পে তাদের উপরে ক্ষমতা বিস্তার করল এবং সমবেত উপাসনা প্রতিষ্ঠিত হল। অল্পদিনের মধ্যে তারা সকল প্রকার কু-অভ্যাস পরিত্যাগ করলেন এবং প্রত্যেকে চরিত্রবান হয়ে উঠলেন। তারা এবং তাদের পরিবার পরিজন ভাই কালীশঙ্করের কাছে যে চিরঋণী একথা তারা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করেন। এই সব বন্ধুর সহধর্মিনীরাই তার শেষ জীবনে রোগশয্যার সময় তার সেবা করবার জন্য সপরিবারে কালীশঙ্করকে ফুলবাড়ী নিয়ে গিয়েছিলেন।[৭৮]

ব্রাহ্ম সাহিত্যের প্রকাশ ও বিস্তারের ক্ষেত্রে শ্রীযুক্ত কালীশঙ্কর দাস মহাশয় বিশেষ কৃতিত্বের স্বাক্ষর রেখেছিলেন। তিনি যখন চিকিৎসার উদ্দেশ্যে প্রথম রংপুরের কাকিনায় গিয়েছিলেন তখন সেখানে বিদ্যোৎসাহী জমিদার শম্ভুচন্দ্র রায় চৌধুরী দ্বারা সমাদৃত হয়ে বাংলা ভাষায় গ্রন্থ প্রণয়ণে নিযুক্ত হন। ভাই কালীশঙ্কর প্রথম থেকেই গ্রন্থ প্রণয়ণে কেমন সুদক্ষ ছিলেন তার রচিত 'সতী চরিত্র' তার প্রমাণ হিসাবে বিদ্যমান রয়েছে।[৭৯] এই রংপুরের অন্তর্গত কুন্ডী, সদ্যপুষ্করীনিতে বসে নৈষ্টিক ব্রাহ্মধর্মাবলম্বী কালীশঙ্কর দাস মহাশয় "সতীচরিত্র" রচনা করে বাংলা ভাষাকে গৌরবান্বিত করে গেছেন।[৮০] এছাড়াও 'ধর্মবিজ্ঞান বীজ' গ্রন্থটি ছিল তার ধর্মচিন্তার ফল। এটি একখানি বিস্তীর্ণ গ্রন্থ, ৪ খণ্ডে বিভক্ত। তার মধ্যে প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড মুদ্রিত হয় ১৮৭৯ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে। এই দুই খণ্ড পাঠে অনেকেই বিশেষ রূপে উপকৃত হয়েছিলেন।[৮১] ভাই কালীশঙ্কর দাসের প্রণীত 'ধর্মবিজ্ঞান বীজ' ৪র্থ খণ্ডের শেষাংশ মুদ্রিত হয় তার মৃত্যুর পর। তিনি এর মুদ্রাঙ্কন সমাপ্ত দেখে যেতে পারেননি। তার জীবিত অবস্থায় প্রথম কয়েক ফর্মা মাত্র মুদ্রিত হয়েছিল।[৮২] পণ্ডিত সীতানাথ তত্ত্বভূষণ তার এই গ্রন্থ প্রসঙ্গে বলেছেন- "Pandit Kalisankar Kabiraj as the only one of them who had attempted anything (Hinduism , Buddhism, Christianity and Muhammadanism) like a system in his little known Brahmo Dharma Bijnana Bija."[৮৩] এছাড়া শ্রীমৎ কালীশঙ্কর দাস কর্মযোগ, জ্ঞানযোগ, ভক্তিযোগ প্রভৃতির সমন্বয়ে 'যোগসাধন' নামে একটি পুস্তক লিখেছিলেন এবং এই গ্রন্থের বিষয়বস্তু দীর্ঘদিন 'ধর্ম্মতত্ত্ব' পত্রিকায় ক্রমান্বয়ে প্রকাশিত হয়েছিল।[৮৪] ধর্ম্মতত্ত্বে প্রকাশিত কালিশঙ্কর কবিরাজের 'গৌর ও গৌতম' শীষর্ক প্রবন্ধও পাঠক মহলে জনপ্রিয়তা অর্জন করে। এছাড়া তিনি বেশ কিছু উৎকৃষ্ট সঙ্গীত রচনা করেছিলেন।[৮৫]

রংপুরের অন্তর্গত সদ্যপুষ্করিনীতে ব্রাহ্ম সমাজ সম্পর্কিত আর বিশেষ তথ্য পাওয়া যায়নি। তবে এখানে একটি ব্রাহ্ম বিবাহের খবর পাওয়া যায়। কুড়িগ্রামের কোন ব্রাহ্মিকা ভগিনী তত্ত্বকৌমুদীতে এ বিষয়ে সংবাদ দিয়েছেন যে রংপুরের অন্তর্গত সদ্যপুষ্করিণী গ্রামে ১৮৮১ খ্রীষ্টাব্দের ১২ই মার্চ (১লা চৈত্র) ১৮৭২ সনের ৩ আইন অনুসারে এক ব্রাহ্ম বিবাহ হয়েছিল। পাত্রের নাম বাবু হরিদাস রায়, বয়স ২৭/২৮। পাত্রীর নাম শ্রীমতি স্বর্ণময়ী বসু, বয়স ১৯ বছর। এরা উভয়ই সম্ভ্রান্ত বংশের সন্তান ছিলেন এবং উভয়েরই বাড়ি ময়মনসিংহ জেলায়। পাত্রের এই প্রথম বিবাহ, পাত্রীর এই দ্বিতীয় পরিণয়।[৮৬] আরও জানা যায় পাত্রপাত্রী উভয়েই জাতিতে কায়স্থ। পাত্র রঙ্গপুরের অন্তর্গত গোপালপুর স্কুলের শিক্ষক ছিলেন এবং পাত্রীটি ছিলেন বিধবা। ১৮৮১ খ্রিস্টাব্দের কলেটের ব্রাহ্ম ইয়ার বুকে ১৮৮০-১৮৮১ খ্রিস্টাব্দের ব্রাহ্ম বিবাহের যে তালিকা রয়েছে তার ১২৬ নম্বর ক্রমিক সংখ্যায় এই বিবাহের উল্লেখ রয়েছে।[৮৭]

উপসংহার

পরিশেষে বলা যায়, অতীতের পর্যালোচনার সার্থকতা এখানেই যদি তা হয় বর্তমানের বিশ্লেষক ও ভবিষ্যতের পথনির্দেশক। সঙ্গে সঙ্গে এও স্বীকার্য যে, অতীত যদি হয় ঐতিহ্য ও তাৎপর্যমণ্ডিত তবে তা নিঃসন্দেহে বর্তমানকে উদ্দীপিত করে নতুন কর্ম প্রেরণায়। সামগ্রিক সামাজিক প্রেক্ষাপটের পরিমণ্ডলে অবিভক্ত উত্তরবঙ্গের রংপুর জেলার উল্লেখিত জনপদে ব্রাহ্মসমাজ আন্দোলনের যে চিত্র উপরের আলোচনা থেকে আমরা পেলাম তা বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় উত্তরবঙ্গের অন্যান্য জায়গায় এই ব্রাহ্ম আন্দোলন মূলত শহরাঞ্চলেই সীমাবদ্ধ থাকলেও রংপুর জেলাতে সদর ছাড়াও একাধিক উপবিভাগ (Subdivision)ও মফস্বল এলাকায় এই আন্দোলন ছড়িয়ে পড়ে, নির্মিত হয় ব্রাহ্মসমাজ মন্দির। উল্লেখিত স্থানে সাধারণ ও নববিধান উভয় ব্রাহ্ম সমাজই নির্মিত হলেও আদি ব্রাহ্ম সমাজের কোন মন্দির কিন্তু এখানে ছিলনা। এর মধ্যে কুড়িগ্রামে নববিধান ব্রাহ্মসমাজ বিশেষ প্রাধান্য বিস্তার করে। অন্যদিকে সৈয়দপুর, নিলফামারী, সদ্যপুষ্করীনিতে সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজ নির্মিত হয়েছিল। পূর্ববঙ্গ ও দক্ষিণবঙ্গ থেকে কর্মসূত্রে আগত নবজাগরণের ভাবধারায় দীক্ষিত ইংরেজী শিক্ষিত বাঙ্গালী বাবুদের কর্মতৎপরতায় মূলতঃ জেলা রংপুরের এই কেন্দ্র গুলোতে ব্রাহ্ম সমাজ অন্দোলনের সূত্রপাত ঘটেছিল। পেশাগত দায়িত্ব পালনের সাথে সাথে কিছুটা

ধর্মোন্মাদ্দনায় ও সমাজ সংস্কারের লক্ষ্যে তারা উত্তরবঙ্গের এই প্রান্তীয় জনপদে এই অন্দোলনের সূত্রপাত করেছিলেন। আবার বেশ কিছু ক্ষেত্রে দেখা যায় এই সমস্ত বাঙ্গালী এলিট ভদ্রলোকদের ব্যাক্তিগত অর্থ ব্যায়িত হয়েছে এখানকার ব্রাহ্মমন্দির নির্মাণ ও সমাজ সংস্কার মূলক কর্মসূচিগুলোকে পরিচালনার উদ্দেশ্যে। তাদের এই প্রচেষ্টা নিশ্চই সাধুবাদ পাওয়ার যোগ্য। সৈয়দপুর ব্রাহ্ম সমাজের প্রতিষ্ঠাতা বাবু চণ্ডীচরণ সেন, কুড়িগ্রাম ব্রাহ্ম সমাজের প্রতিষ্ঠাতা বাবু হরনাথ দাস, নিলফামারী ব্রাহ্ম সমাজের প্রতিষ্ঠাতা বাবু গিরিশচন্দ্র কাঞ্জিলাল ও সদ্যপুষ্করিনী ব্রাহ্ম সমাজের প্রতিষ্ঠাতা শ্রীযুক্ত কালীশঙ্কর দাস মহাশয়রা সকলেই ছিলেন বহিরাগত কর্মচারী এবং অবশ্যই নবজাগরণের আলোক প্রাপ্ত ব্যক্তিত্ব। পরবর্তীকালে এই অন্দোলন এগিয়ে নিয়ে যায় পরবর্তী প্রজন্মের নতুন আগত কর্মচারীরা। তবে শুধু উওরবঙ্গ নয়,সমগ্র ভারতবর্ষে বোধহয় ব্রাহ্ম সমাজ নির্মাণে ও সমাজ সংস্কার আন্দোলন পরিচালনায় পাশ্চাত্য শিক্ষিত কলকাতা কেন্দ্রিক বেড়ে ওঠা এই ধরণের সরকারী চাকুরীরত প্রবাসী বাঙ্গালীরাই প্রথম উদ্যোগ গ্রহণ করেন। Browthwick তার The changing role of women in Bengal গ্রন্থে বলেন- "Whenever a Brahmo was posted, he would set up often with the help of his wife Brahmo Samaj, a boys school, a charitable dispensary and a school for girls."[৮৮] উত্তরবঙ্গের রংপুরের উল্লেখিত এলাকায় চাকুরীরত ব্রাহ্মদের প্রসঙ্গেও Browthwickএর এই বক্তব্যের সঙ্গে সাদৃশ্য চোখে পড়ে। তাই বলা যায় এই অন্দোলনের প্রস্তুতি ছিল উপর থেকে চাপিয়ে দেওয়া।স্থানীয় জনসাধারণের মধ্যে থেকে উল্লেখিত এলাকায় ব্রাহ্ম আন্দোলনের সূত্রপাত হয়নি। তাছাড়া রংপুরের এই কেন্দ্রগুলোতে যে পরিমাণে বহিরাগত ও স্থানীয় প্রচারক দ্বারা ব্রাহ্মধর্ম প্রচারের উদ্দ্যোগ নেওয়া হয়েছিল সেই তুলনায় ব্রাহ্ম দীক্ষিতের সংখ্যা কিন্তু খুব একটা বাড়েনি। সমাজের উপড়তলার শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণির মধ্যেই এই আন্দোলন সীমাবদ্ধ থেকে গেছে। ব্রাহ্ম সমাজের কীর্তনীয়া ও প্রচারকদের আনাগোনার অন্ত ছিলনা উওরবঙ্গের এইসব জনপদে এবং ব্রাহ্ম সমাজের উৎসব ও বক্তৃতাগুলোতেও উপস্থিতির সংখ্যা ছিল অনেক। অন্ততঃপক্ষে ব্রাহ্ম সমাজের পত্রিকা তত্ত্বকৌমুদী, ধর্ম্মতত্ত্ব, The world and New Dispensation, Indian Messengerএর দেওয়া তথ্য তাই বলে।কিন্তু বাস্তবে সেন্সাস রিপোর্টে দেখলে বোঝা যায় যে খুব কম সংখ্যক ব্যাক্তি এই ধর্মে দীক্ষিত হয়েছিলেন এবং পরবর্তী দশকগুলোতে এই সংখ্যা আরো হ্রাস পেয়েছে। ১৮৮১ সনে বাংলাদেশের বিভিন্ন জেলায় কেবলমাত্র পুরুষ ব্রাহ্মের সংখ্যার ওপর গণনা করে ব্রাহ্ম পঞ্জিকায় (Brahmo Alamnik) যে রিপোর্ট প্রকাশিত হয়েছিল তা ১৮৮৩ খ্রিস্টাব্দের তত্ত্বকৌমুদীতে উল্লেখিত হয়। সেখানে দেখা যায় ১৮৮১ সনে রংপুর জেলায় মোট ৪টি ব্রাহ্ম সমাজের অস্তিত্ব ছিল এবং যাদের মোট ব্রাহ্ম সদস্যের সংখ্যা ছিল ৫৪ জন।[৮৯] ১৯২১ সালে সমগ্র রংপুর জেলায় মোট ব্রাহ্মের সংখ্যা ছিল ২১ জন। যার মধ্যে ১২ জন ছিল পুরুষ ব্রাহ্ম এবং মহিলা ব্রাহ্মের সংখ্যা ছিল ৯ জন।[৯০] রংপুর জেলায় সৈয়দপুর, কুড়িগ্রাম,নিলফামারী ও সদ্যপুষ্করিনীর মত কেন্দ্র গুলোর ব্রাহ্মের সংখ্যা এর মধ্যেই অন্তর্ভূক্ত ছিল বলা যায়। তবে আনুষ্ঠানিক ব্রাহ্মের সংখ্যা কম হলেও সহানুভূতিকারী ব্রাহ্মের সংখ্যা কিন্তু যথেষ্ট ছিল। এই শ্রেণি সমাজে জাতিচ্যুত হবার ভয়ে প্রকাশ্যভাবে ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ না করলেও ব্রাহ্ম সমাজের প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ করতেন। এমনকি ব্রাহ্মধর্মের সাপ্তাহিক উপাসনায় যোগদান থেকে শুরু করে সমাজের অনুষ্ঠান গুলো পরিচালনা এবং ব্রাহ্মধর্মের সমাজ সংস্কারমূলক কার্যাবলীগুলোকে বাস্তবায়নে কিছু কিছু ক্ষেত্রে আনুষ্ঠানিক ব্রাহ্মের থেকেও বেশী উদ্যোগ গ্রহণ করতেন। আর পরবর্তীকালে দেখা যায় প্রকাশ্য দীক্ষিতাদের থেকে এই সহানুভূতিকারীদের সংখ্যাই বেড়ে গিয়েছিল। এ বিষয়ে বেশ কিছু উদাহরণ দেওয়া যায়। যেমন সৈয়দপুরের The National Indian Societyতে কিছু পরিমাণে ব্রাহ্ম ও ব্রাহ্ম সহানুভূতিকারীদের অস্তিত্ব লক্ষ্য করা যায়। সেখানকার অফিস বেয়ারারস্ (Office bearers) এবং অন্যান্য সদস্যদের মধ্যেও ব্রাহ্ম ও হিন্দু উভয়েই ছিল। যদিও এই সমাজের প্রেসিডেন্ট হিন্দু ছিলেন তথাপি সত্যি বলতে কিছু তালিকাভূক্ত ব্রাহ্ম সদস্যদের থেকেও তিনিই ব্রাহ্মসমাজের উপাসনায় নিয়মিতভাবে যোগদান করতেন।[৯১] রঙ্গপুরের বেশকিছু জমিদারকেও ব্রাহ্ম সমাজে দান ধ্যান, ব্রাহ্ম অনুষ্ঠানগুলোতে যোগদান, এমনকি ব্রাহ্ম প্রচারকদের বাড়িতে এনে উপাসনায় অংশগ্রহণ করতে দেখা গেছে, যদিও প্রত্যক্ষভাবে

তাদের ব্রাহ্ম ধর্মে ধর্মান্তরিত হবার কোন খবর নেই। তাজহাটের জমিদার বাবু গোবিন্দ লাল রায় বাহাদুর সম্ভবত ব্রাহ্মধর্মের দ্বারা কিছুটা প্রভাবিত হয়েছিলেন। সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজ নির্মাণেও তার দান ধ্যান লক্ষ্য করা যায়। তাছাড়া তার উদ্যান গৃহে ব্রাহ্ম প্রচারকরা বিভিন্ন উপলক্ষ্যে বক্তৃতা প্রদান করতেন।[৯২] তিনি সৈয়দপুর ব্রাহ্মসমাজের নতুন মন্দিরের নির্মাণের জন্যও সাহায্য প্রদান করেছিলেন।[৯৩] সৈয়দপুরের অন্তর্গত কামারপুকুর গ্রামের জমিদার শ্রীযুক্ত বাবু বিরজা মোহন চৌধুরী মহাশয়ের সঙ্গে ব্রাহ্মদের যথেষ্ট সদ্ভাব লক্ষ্য করা যায়। ১৮৮৭ খ্রীষ্টাব্দে সৈয়দপুর ব্রাহ্মসমাজের নববর্ষ উৎসবের সময়কালে ব্রাহ্মরা এই জমিদার মহাশয়ের ভবনে উপাসনা ও কীর্তনাদি করেছিলেন। বিরজাবাবুর যত্নে কামারপুকুরের কয়েক ঘর ভদ্রলোক উপস্থিত ছিলেন।[৯৪] এরকম অসংখ্য উদাহরণ দেওয়া যায়। ব্রাহ্ম সমাজের কাজে নিজেকে যুক্ত রেখেও এই ধরণের সহানুভূতিসম্পন্ন মানুষজন কেন এই ধর্মে নিজেদের দীক্ষিত করেননি তা নিয়ে বিস্তৃত গবেষণার দাবী রাখে।

উত্তরবঙ্গের এই সমস্ত এলাকায় ব্রাহ্ম সমাজ সংস্কার আন্দোলনকে এগিয়ে নিয়ে যাবার ক্ষেত্রে বেশ কিছু সমস্যার সৃষ্টি হয়েছিল। ব্রাহ্ম সমাজের পক্ষে এই অঞ্চলে আন্দোলন পরিচালনা করা খুব একটা সহজ ছিলনা। রংপুরের ব্রাহ্মদের পাশাপাশি এখানে আগত ব্রাহ্ম প্রচারকদেরও হিন্দু সমাজের দ্বারা নানা প্রকার নির্যাতন, কুৎসা সহ্য করতে হয়েছে। অনেক ক্ষেত্রে পারিবারিক বিরোধও ছিল প্রবল। যেমন ১৮৮০ খ্রীষ্টাব্দে ৩০ শে জানুয়ারী সৈয়দপুরের শ্রীযুক্ত আশুতোষ বসু মহাশয়ের নবকুমারের জাতকর্ম অনুষ্ঠান হয়েছিল। ব্রাহ্মধর্মের বিশুদ্ধ পদ্ধতি অনুসারে সম্পাদিত হওয়া এই অনুষ্ঠানে বাবু কৈলাস চন্দ্র সেন আচার্যের কাজ করেন। এই অনুষ্ঠানে আশুবাবুর অনেক ত্যাগ স্বীকার করতে হয়েছিল। তার পিতা ও জ্যৈষ্ঠ ভ্রাতা অনেক বাঁধা দিয়েছিলেন। তথাপি অটল উৎসাহের সঙ্গে ব্রাহ্মধর্মের বিশ্বাসনুযায়ী কাজ করতে তিনি সমর্থ হয়েছেন।[৯৫] আবার নবদীক্ষিত ব্রাহ্মধর্মাবলম্বী ও ব্রাহ্ম সমাজের দ্বারা পরিচালিত ছাত্র সভার সদস্যরাও তাদের পরিবার ও হিন্দু সমাজের বিরোধিতা থেকে বাদ যায়নি। পূর্বেই উল্লেখিত হয়েছে যে, বরিশাল ব্রাহ্মসমাজের প্রচারক বাবু মনোরঞ্জন গুহ ও আরও দুটি ভদ্রলোক সৈয়দপুরের অন্তর্গত দৌলতপুর ছাত্রসভার সভ্যদের দ্বারা অনুরদ্ধ হয়ে তাদের চরিত্রোন্নতি বিধায়ক নানাবিধ উপদেশ প্রদান এবং পরদিন বিকেলে গ্রামের বালকদের অনুরোধে সেখানকার বালিকা বিদ্যালয় গৃহে অতিসুন্দর উপদেশ পূর্ণ বক্তৃতা দ্বারা সেই গ্রামের বালকদের পৌত্তলিক বিরোধী একেশ্বরবাদের প্রতি যথেষ্ট প্রভাবিত করেছিলেন এবং তাদের মধ্যে একটি সামাজিক আন্দোলনের স্রোত উঠেছিল। এরফলে তাদের অভিভাবকেরা তাদের সন্তানদের ছাত্র সমাজে যেতে বাধাদান, কঠোর ব্যবহার, গালাগালি প্রভৃতির দ্বারা যে বিরুপ প্রতিক্রিয়া দেখিয়েছিলেন এবং হিন্দু সমাজের অগ্রণীগণ নানা প্রকার কুৎসা করে তাদের অপদস্থ করবার ও তাঁদের আত্মীয়দের নানা প্রকার ভয় দেখিয়ে তাঁদের দমন করবার জন্য যে চেষ্টা করেছিলেন তার সুন্দর বর্ণনা পাওয়া যায় তত্ত্বকৌমুদী পত্রিকায় সৈয়দপুর থেকে জনৈক বন্ধুর লিখিত বিবরণে।[৯৬] এছাড়া ব্রাহ্মসমাজের সংস্কারের বিরুদ্ধে সারা ভারতবর্ষ জুড়ে যে নব্যহিন্দু পুনরুত্থানবাদী আন্দোলন দেখা যায়, তার প্রভাব থেকে রংপুরও বাদ যায়নি। রংপুরের একটি সংবাদপত্র 'রংপুর দিক্ প্রকাশ' এর একটি তথ্য থেকে জানা যায় শ্রীযুক্ত বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী ব্রাহ্ম ধর্ম ছেড়ে হিন্দু ভাবাপন্ন হবার পরবর্তীকালে তিনি এবং কুমার পরিব্রাজক কৃষ্ণপ্রসন্ন সেনকে একত্রে রংপুরের একটি হরি সংকীর্তনে আনবার এবং তাদের দ্বারা সনাতন আর্য ধর্মের প্রচারের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছিল।[৯৭] শ্রীযুক্ত গতিনাথ রায় মহাশয়ের উদ্যোগে ও যত্নে রংপুর জেলার কালীগঞ্জ,খোলাহাটি, ভাজনডাঙ্গাঁ, বয়নপুর ও তুলসীঘাটে হরিসভা স্থাপিত হয়েছিল।[৯৮] রঙ্গপুরে ব্রাহ্মধর্মের বিরোধী হিসাবে সুনীতি সঞ্চারিনী সভাও প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।[৯৯] এছাড়া শ্রীযুক্ত বাবু আশুতোষ লাহিড়ী মহাশয়ের বিশেষ যত্ন ও চেষ্টায় ১২৯৭ বঙ্গাব্দে রংপুর ধর্মসভার একটি সুবৃহৎ গৃহ নির্মাণ করা হয়।[১০০] এর প্রতিষ্ঠা হয়ে গেলে কুমার পরিব্রাজক রংপুরে গমন করেন এবং উপর্যুপরি তার ৫/৬ টি বক্তৃতায় ও নগর সংকীর্তনে আবাল বৃদ্ধের মন থেকে আর্য ধর্মের প্রতি ধর্মভাব প্রদীপ্ত করে ব্রাহ্ম ধর্মের প্রতি মোহমুক্তি ঘটাবার উদ্যোগ নেওয়া হয়। পরিব্রাজক একদিন সেখানকার ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব কর্তৃক অনুরুদ্ধ হয়ে ইংরাজী বিদ্যালয়ে ছাত্রদেরকে নীতি উপদেশ দান করেন।[১০১] 'ভারতধর্ম মহামণ্ডল' ও ব্রাহ্ম সমাজের বিরোধী হিসাবে কাজ করেছিল। রংপুর

সদ্যপুষ্করীনিতে ভারতধর্ম মহামণ্ডলের অঙ্গস্বরূপ ১৯ জন সভ্য নিয়ে একটি শাখা ধর্মসভা প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছিল। এই সভার নাম 'কুন্ডী ধম্মসভা' রাখা হয়েছিল। এই ধর্মসভাকে ভারতধর্ম মহামণ্ডলের সম্বন্ধযুক্ত করা হয়। আর সভার কার্য্যালয় সদ্যপুষ্করীনির পৌনে চারি আনি জমিদার মহাশয়দের চণ্ডীমণ্ডপ নির্দিষ্ট হয়।[১০২] রক্ষণশীল হিন্দু সমাজের বিরোধিতা ছাড়াও আবার অভ্যন্তরীন দলাদলীও অনেক ক্ষেত্রেই এখানে প্রকট হতে দেখা যায় বিশেষতঃ সৈয়দপুর ব্রাহ্ম সমাজের ক্ষেত্রে।[১০৩] এছাড়া এখানে আরেকটি সমস্যা ছিল স্থায়িত্বকরণের অনিশ্চয়তা। বিশেষত বহিরাগত রাজকর্মচারীদের দ্বারা রংপুর জেলার বেশিরভাগ কেন্দ্রে ব্রাহ্ম সমাজ সংস্কার আন্দোলন পরিচালিত হওয়ার ফলে তাদের চাকরীর মেয়াদ ফুরিয়ে গেলে অথবা বদলির কারণে তারা সেই স্থান ত্যাগ করলে আন্দোলনের নেতৃত্বের ঘাটতি অনেক সময় পূরণ হয়নি এবং এর ফলে বেশ কিছু ব্রাহ্ম সমাজ সাময়িকভাবে বন্ধ হয়ে গেছে। তবে এ সমস্যা হয়ত ছিল সর্বাঙ্গীন। তত্ত্বকৌমুদীতে এ প্রসঙ্গে লিখিত হয়েছিল- *"বঙ্গদেশ লইয়া ভারতে আজ প্রায় ২৩৮টি ব্রাহ্ম সমাজ আছে। তাহার মধ্যে কলিকাতা ব্রাহ্ম সমাজের মত অল্প সংখ্যক কয়েকটি ব্রাহ্ম সমাজ ব্যতীত অন্যান্য প্রায় সমস্ত ব্রাহ্ম সমাজেরই অধিকাংশ সভ্যগণ বিদেশী, উকিল, ডাক্তার অথবা অন্য কোনরূপ সরকারী (Govt)কর্ম্মচারী। এরূপ সমাজের সভ্যগণ নিজ নিজ কর্ম্মস্থান পরিত্যাগ করিলেই দেখা যায় সেই সেই সমাজ হয় একেবারে বিলুপ্ত অথবা জীবনশূণ্য হইয়া পড়ে।"*[১০৪] উত্তরবঙ্গের রংপুর জেলার ব্রাহ্মসমাজের এই কেন্দ্রগুলোর ক্ষেত্রেও এই সমস্যা সমানভাবে প্রযোজ্য। তা সত্ত্বেও উত্তরবঙ্গের উল্লেখিত এলাকায় সমাজ সংস্কারের ক্ষেত্রে এবং সাধারণ মানুষের নৈতিক উন্নতি সাধনে ব্রাহ্ম সমাজের ভূমিকাকে খাটো করে দেখা কখনও উচিৎ নয়। রংপুর জেলার উল্লেখিত কেন্দ্রগুলোতে ব্রাহ্ম সমাজ তার মন্দির প্রতিষ্ঠা ও সংস্কারধর্মী কার্যাবলীর মাধ্যমে জনসাধারণের মধ্যে আধুনিক প্রগতিশীল ভাবধারার বিকাশে সহায়ক হয়েছিল। প্রায় সকল স্থানেই সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজ দ্বারা প্রতিষ্ঠিত ছাত্র সভা এবং নববিধান ব্রাহ্ম সমাজ দ্বারা প্রতিষ্ঠিত নীতি বিদ্যালয়গুলো ছাত্রদের নৈতিক চরিত্র উন্নত করতে সহায়ক হয়। সৈয়দপুরে ব্রাহ্ম ছাত্রদের পঠন-পাঠনের জন্য ব্রাহ্ম ছাত্রাবাস নির্মাণের উদ্যোগ নেওয়া হয়। সৈয়দপুর 'নেটিভ ইম্প্রুভমেন্ট' সোসাইটিও (উন্নতি বিধায়িনী সভা) ছিল ব্রাহ্ম প্রভাবিত একটি সংগঠন। এই সভা ব্রাহ্ম সমাজের সঙ্গে এক যোগে কাজ করে সাধারণ মানুষের উন্নতি ঘটাবার জন্য। সৈয়দপুরের উন্নতি বিধায়িনী সভাগৃহকে নববিধান ও সাধারণ ব্রাহ্মরা তাদের প্রচারের কেন্দ্র হিসাবে ব্যবহার করেছেন। উত্তরবঙ্গের ব্রাহ্ম সমাজগুলোর মধ্যে পারস্পরিক একতা ও সৌহার্দ্য বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে সৈয়দপুরের ব্রাহ্মদের দ্বারা 'উত্তর বাঙ্গলা ব্রাহ্মসম্মিলনী সভা' প্রতিষ্ঠা ও পুনর্গঠন হয়। ছাত্রদের মধ্যে ধর্ম ও নৈতিক সত্য সকল প্রচার করার মুখ্য উদ্দেশ্যে কুড়িগ্রামে এবং সৈয়দপুরের অন্তর্গত দৈলতপুরে ব্রাহ্ম সমাজের অন্তর্গত 'ছাত্র সমাজ' প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। এই ছাত্র সমাজগুলো ছাত্রদের মানসিকতা পরিবর্তনে সহায়ক হয়। এই সমস্ত উদ্যোগের ফলে উনবিংশ শতকের শেষ দশক থেকে বিংশ শতকের প্রথম দুই দশকের মধ্যবর্তীকালীন সময়ে উত্তরবঙ্গের সমাজ জীবনে আমূল রূপান্তর সাধিত হয়।

সামগ্রিক আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতএ বলা যায়, রাজা রামমোহন রায় ব্রাহ্মধর্মের প্রবর্তন করেছিলেন প্রধানতঃ খ্রিস্টধর্মের প্রভাব থেকে বাঙালী জাতিকে মুক্ত করতে। কিন্তু এই ধর্ম আবদ্ধ ছিল শুধুমাত্র মধ্যবিত্ত ও উচ্চ মধ্যবিত্ত মানুষের মধ্যে। রংপুরের এই কেন্দ্রগুলো এর থেকে ব্যতিক্রম ছিলনা। ১৯ শতকের বাঙালী নবজাগরণ বা রেনেশাঁস যে কারণে বাঙালী জনজীবনে দীর্ঘস্থায়ী প্রভাব ফেলতে অসফল হয়েছিল ঠিক একই কারণে ব্রাহ্মসমাজ আন্দোলন কিছুটা এগিয়ে গিয়েই থেমে যায়। সম্ভবতঃ এর প্রয়োজনীয়তাও নিঃশেষ হয়ে গেছে। তবে একথাও নিঃসন্দেহে বলা যায়, এই আন্দোলন যে প্রয়োজনে সৃষ্টি হয়েছিল সেই উদ্দেশ্য অনেকাংশেই সাফল্য লাভ করে। তাই ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে যদিও এই ধর্ম তার ছত্রছায়ায় বাধতে পারেনি তা সত্ত্বেও এর সামাজিক মূল্যকে কখনো অস্বীকার করা যায়না। ব্রাহ্মরাই জাতপাতের ইস্পাত কাঠিন্য ভাঙ্গার সাহস দেখিয়ে এবং অপর ধর্ম সম্প্রদায়ের প্রতি সহিষ্ণুতা ও সৌহার্দ্যবোধের যে নিদর্শন রেখেছিল তার দ্বারা প্রভাবিত হয়েই পরবর্তী দশকগুলোতে সৈয়দপুর, কুড়িগ্রাম, নিলফামারী ও সদ্যপুষ্করিনীর মত উত্তরবঙ্গের এই সমস্ত প্রান্তীয় জনপদে সামাজিক স্থিতি বিরাজ করেছিল। এই

আন্দোলন প্রভাবিত করেছিল যারা অব্রাহ্ম তাদেরকেও। আর এখানেই ব্রাহ্ম সমাজের সার্থকতা। একটা ঐতিহাসিক সময়ে ব্রাহ্মসমাজ একটা ঐতিহাসিক উদ্দেশ্য পূরণ করেছিল, সেটা বলা যায়।

তথ্যসূত্রঃ

১।J.A vas- Eastern Bengal and Assam District Gazetteers: Rangpur, printed at the pioneer press, Allahabad, 1911 p.151
২।Sophia Dobson Collect (ed)- The Brahmo Year Book for 1880, Brief Record of work and life in the Theistic Churches of India, Williams and Norgate, 14 Henrietta Street, Covent Garden, London; and 20 south Frederick street, Edinburgh, 1880, p.56; এছাড়া দেখুন From the Sadharan B.S collection for 1881-82, Quoted in Sophia Dobson Collect (ed)- The Brahmo Year Book for 1882, Brief Record of work and life in the Theistic Churches of India, Williams and Norgate, 14 Henrietta Street, Convent Garden, London; and 20 South Frederick street, Edinburgh,1882, p.40
৩।Sophia Dobson Collect (ed)- The Brahmo Year Book for 1880, ibid p.104
৪।From the Sadharan B.S collection for 1881-82, Quoted in Sophia Dobson Collect (ed)- The Brahmo Year Book for 1882, ibid p.40
৫।Sophia Dobson Collect (ed)- The Brahmo Year Book for 1880, ibid p.58
৬।From the Sadharan B.S collection for 1881-82, Quoted in Sophia Dobson Collect (ed)- The Brahmo Year Book for 1882, ibid p.40
৭।তত্ত্বকৌমুদী, ১৬ই মাঘ ও ১লা ফাল্গুন, ১৮০৫ শক পৃ ২৫১
৮।From the Sadharan B.S collection for 1881-82, Quoted in Sophia Dobson Collect (ed)- The Brahmo Year Book for 1882, p.40
৯।Ibid p.41
১০।Ganesh Chandra Ghosh – Missionary notes, Quoted in Sophia Dobson Collect (ed)- The Brahmo Year Book for 1880, Brief Record of work and life in the Theistic Churches of India, ibid p.60
১১।তত্ত্বকৌমুদী, ১৬ই ভাদ্র ১৮০১ শক
১২।তত্ত্বকৌমুদী, ১৬ই মাঘ ও ১লা ফাল্গুন, ১৮০৫ শক পৃ ২৫১
১৩।Ganesh Chandra Ghosh- Missionary notes, Quoted in Sophia Dobson collect (ed)- The Brahmo Year Book for 1880, ibid p.60
১৪।ধর্ম্মতত্ত্ব, ১লা কার্তিক ১৮০১ শক পৃ ২২৭
১৫।তত্ত্বকৌমুদী, ১৬ই ভাদ্র ১৮০১ শক
১৬।তত্ত্বকৌমুদী, ১৬ই শ্রাবণ ১৮০৭ শক পৃ ৯৩
১৭।প্রাগুক্ত পৃ ৯৩
১৮।তত্ত্বকৌমুদী, ১লা কার্তিক ১৮০৭ শক পৃ ১৫৫

১৯।বিপিন চন্দ্র পাল- সত্তর বৎসর (আত্মজীবনী), কলকাতা, যুগযাত্রী প্রকাশক লিমিটেড, প্রথম প্রকাশ, জুলাই ১৯৬২ পৃ ২৫৭,২৫৮
২০।তত্ত্বকৌমুদী, ১৬ই ভাদ্র ১৮০১ শক
২১।তত্ত্বকৌমুদী, ১লা কার্তিক ১৮০৫ শক পৃ ১৫৩
২২।ধর্ম্মতত্ত্ব, ১লা কার্তিক ১৮০১ শক পৃ ২২৭
২৩।তত্ত্বকৌমুদী, ১৬ই বৈশাখ, ১৮০৩ শক পৃ ২৭৫
২৪।ধর্ম্মতত্ত্ব, ১লা পৌষ, ১৯৬৯ সংবৎ পৃ ২৬৮
২৫।তত্ত্বকৌমুদী, ১৮ই মাঘ ও ১লা ফাল্গুন ১৮০১ শক পৃ ২১৫
২৬।তত্ত্বকৌমুদী, ১৬ই অগ্রহায়ন, ১৮০৩ শক পৃ ১৪৩; এছাড়া দেখুন, তত্ত্বকৌমুদী, ১লা মাঘ ১৮০৩ শক পৃ ১৭৭
২৭।ধর্ম্মতত্ত্ব, ১৬ই জ্যৈষ্ঠ ১৮০৬ শক পৃ ১০৯
২৮।ধর্ম্মতত্ত্ব, ১৬ই আশ্বিন,১৮০৩ শক পৃ ২১৬
২৯।তত্ত্বকৌমুদী, ১৬ই আষাঢ়, ১৮০৫ শক পৃ ৭০
৩০।ধর্ম্মতত্ত্ব, ১৬ই ভাদ্র ১৮০০ শক পৃ ১৯৩
৩১। তত্ত্বকৌমুদী, ১লা কার্তিক ১৮০৭ শক পৃ ১৫৫
৩২। তত্ত্বকৌমুদী, ১৬ই বৈশাখ ১৮০৭ শক
৩৩। তত্ত্বকৌমুদী,১৬ই বৈশাখ ১৮০৯ শক পৃ ২১
৩৪। তত্ত্বকৌমুদী,১৬ই আশ্বিন, ১৮১৮ শক
৩৫। তত্ত্বকৌমুদী,১লা আশ্বিন ১৮০৩ শক পৃ ৮৩
৩৬। তত্ত্বকৌমুদী, ১৬ই বৈশাখ ১৮০৩ শক পৃ ২৭৫
৩৭। তত্ত্বকৌমুদী, ১৬ই ভাদ্র, ১৮১৫ শক পৃ ১২০
৩৮।Ganesh Chandra Ghosh- Missionary notes, Quoted in Sophia Dobson Collect (ed)- The Brahmo Year Book for 1880, ibid p. 60
৩৯। তত্ত্বকৌমুদী, ১৬ই ভাদ্র ১৮০৬ শক পৃ ১১৭
৪০। তত্ত্বকৌমুদী, ১৬ই বৈশাখ ১৮০৯ শক পৃ ২০
৪১। তত্ত্বকৌমুদী, ১৬ই আশ্বিন ১৮০৭ শক পৃ ১৪১
৪২। তত্ত্বকৌমুদী, ১৬ই আশ্বিন ১৮১৮ শক পৃ ১৪৪
৪৩। তত্ত্বকৌমুদী, ১৬ই চৈত্র ১৮০৭ শক পৃ ২৮৭
৪৪। তত্ত্বকৌমুদী, ১লা আষাঢ়, ১৮১১ শক পৃ ৫৫,৫৬
৪৫। ধর্ম্মতত্ত্ব,১লা জ্যৈষ্ঠ, ১৮০৮ শক পৃ ৯৭
৪৬। গিরিশ চন্দ্র সেন- প্রচার বৃত্তান্ত, ধর্ম্মতত্ত্ব, ১লা কার্তিক, ১৮০১ শক পৃ ২২৭
৪৭। প্রাগুক্ত পৃ ২২৭
৪৮। প্রাগুক্ত পৃ ২২৭
৪৯। ধর্ম্মতত্ত্ব, ১লা শ্রাবন ১৮০২ শক পৃ ১৫২
৫০।Sophia Dobson Collect (ed)- The Brahmo Year Book for 1881,Brief Record of work and life in the Theistic Churches of India,Williams and norgate, 14 Henrietta street, Covent Garden, London; and 20 south Frederick street, Edinburgh, 1881 p.89
৫১। তত্ত্বকৌমুদী,১লা কার্ত্তিক, ১৮০২ শক পৃ ১১৭
৫২। তত্ত্বকৌমুদী, ১লা চৈত্র, ১৮০২ শক পৃ ২৩৭
৫৩। ধর্ম্মতত্ত্ব, ১লা জ্যৈষ্ঠ, ১৮০৮ শক পৃ ৯৭
৫৪। প্রাগুক্ত পৃ ৯৭
৫৫। প্রাগুক্ত পৃ ৯৭
৫৬। ধর্ম্মতত্ত্ব, ১৬ই বৈশাখ, ১৮১০ শক পৃ ৯১

৫৭। তত্ত্বকৌমুদী ১৬ই মাঘ ও ১লা ফাল্গুন ১৮০৫ শক পৃ ২৫২
৫৮। ধর্ম্মতত্ত্ব, ১৬ই অগ্রহায়ণ, ১৮০৭ শক পৃ ২৬০
৫৯। ধর্ম্মতত্ত্ব, ১লা জ্যৈষ্ঠ ১৮০৮ শক পৃ ৯৮ ; এছাড়া দেখুন, ধর্ম্মতত্ত্ব, ১লা অগ্রহায়ণ ১৮০৮ শক পৃ ২৪৪
৬০। ধর্ম্মতত্ত্ব, ১লা অগ্রহায়ণ ১৮০৮ শক পৃ ২৪৪
৬১। ধর্ম্মতত্ত্ব, ১৬ই বৈশাখ, ১৮১০ শক পৃ ৯১ ; এছাড়া দেখুন, ধর্ম্মতত্ত্ব, ১লা জ্যৈষ্ঠ, ১৮১০ শক পৃ ১০৩
৬২। ধর্ম্মতত্ত্ব, ১লা জ্যৈষ্ঠ, ১৮১০ শক পৃ ১০৩
৬৩। ধর্ম্মতত্ত্ব, ১লা জ্যৈষ্ঠ,১৯৬০ সংবৎ পৃ ১০২
৬৪। তত্ত্বকৌমুদী, ১৬ই ভাদ্র ১৮০৭ শক পৃ ১১৭
৬৫। প্রাগুক্ত পৃ ১১৭
৬৬। ধর্ম্মতত্ত্ব, ১৬ই আশ্বিন ১৮১১ শক পৃ ২১১
৬৭। তত্ত্বকৌমুদী, ১লা মাঘ, ১৮১০ শক পৃ ২২৮
৬৮। ধর্ম্মতত্ত্ব, ১লা চৈত্র, ১৮০৯ শক পৃ ৫৫
৬৯।ধর্ম্মতত্ত্ব, ১৬ই আশ্বিন ১৮১১ শক পৃ ২১১
৭০। ধর্ম্মতত্ত্ব, ১লা জ্যৈষ্ঠ ১৮১৪ শক পৃ ১০৩
৭১। তত্ত্বকৌমুদী, চৈত্র, ১৮১৬ শক পৃ ১৮৭
৭২। স্বর্গগত শ্রীমৎ কালিশঙ্কর দাস, ধর্ম্মতত্ত্ব, ১লা ফাল্গুন, ১৮১১ শক পৃ ২৬
৭৩। প্রাগুক্ত পৃ ২৬
৭৪। প্রাগুক্ত পৃ ২৭
৭৫। রঙ্গপুর সাহিত্য পরিষদ পত্রিকা, চতুর্থ বর্ষের কার্য্যবিবরণী (বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ গ্রন্থাগার, কোলকাতা থেকে প্রাপ্ত) পৃ- পৃষ্ঠা সংখ্যা উল্লেখ নেই
৭৬। গিরিশ চন্দ্র সেন- প্রচার বৃত্তান্ত, ধর্ম্মতত্ত্ব, ১লা কার্ত্তিক, ১৮০১ শক পৃ ২২৭
৭৭। স্বর্গগত শ্রীমৎ কালিশঙ্কর দাস, ধর্ম্মতত্ত্ব, ১লা ফাল্গুন, ১৮১১ শক পৃ ২৭
৭৮। প্রাগুক্ত পৃ ২৭
৭৯। প্রাগুক্ত পৃ ২৬
৮০। রঙ্গপুর সাহিত্য পরিষদ পত্রিকা, চতুর্থ বর্ষের কার্য্যবিবরনী, প্রাগুক্ত পৃ- পৃষ্ঠা সংখ্যা উল্লেখ নেই
৮১। ধর্ম্মতত্ত্ব, ১লা কার্ত্তিক, ১৮০১ শক পৃ ২২৭
৮২। ধর্ম্মতত্ত্ব, ১লা জ্যৈষ্ঠ, ১৮১২ শক পৃ ১০৪
৮৩। The World and the New Dispensation, August 2, 1917 p.9
৮৪। ধর্ম্মতত্ত্ব, ১লা আশ্বিন ১৯৬০ সংবৎ পৃ ১৯৭
৮৫। ধর্ম্মতত্ত্ব, ১লা মাঘ, ১৯৬০ সংবৎ পৃ ১১
৮৬। তত্ত্বকৌমুদী, ১লা বৈশাখ ১৮০৩ শক পৃ ২৬৩
৮৭। Sophia Dobson Collect (ed)- The Brahmo Year Book for 1881, Brief Record of work and life in the Theistic Churches of india, ibid p.146
৮৮। Meredith Borthwick- The changing Role of women in Bengal 1849-1905,New Jersey, Princeton University press, 1984 p.50
৮৯। তত্ত্বকৌমুদী, ১লা ভাদ্র ১৮০৫ শক পৃ ১০০
৯০।W.H. Thompson- Census of India 1921, Vol-V, Bengal, Part-II(Tables) Calcutta, Bengal Secretariat Books Depot 1923, p.28
৯১।From the sadharan B.S collection for 1881-82, Quoted in, Sophia Dobson Collect (ed)- The Brahmo Year Book for 1882, ibid p.41
৯২। তত্ত্বকৌমুদী, ১লা বৈশাখ ১৮০৭ শক পৃ ১১

৯৩। তত্ত্বকৌমুদী, ১৬ই ভাদ্র, ১৮১৫ শক পৃ ১২০
৯৪। তত্ত্বকৌমুদী, ১৬ই বৈশাখ ১৮০৯ শক পৃ ২০
৯৫। তত্ত্বকৌমুদী,১৬ই চৈত্র ১৮০২ শক পৃ ২৫০
৯৬। তত্ত্বকৌমুদী, ১লা আষাঢ়, ১৮১১ শক পৃ ৫৫,৫৬
৯৭। রংপুর দিক্ প্রকাশ, Quoted in ধর্মপ্রচারক ১৮০৯ শক পৃ ৮৮
৯৮। ধর্মপ্রচারক, ১৩শ ভাগ ৫ সংখ্যা, ভাদ্র ১৮১২ শক
৯৯। ধর্মপ্রচারক, আষাঢ় ১২৯৭ বঙ্গাঁব্দ পৃ ১১১
১০০। প্রাগুক্ত পৃ ৪৭,৪৮
১০১। প্রাগুক্ত পৃ ৪৭,৪৮
১০২। ধর্মপ্রচারক, ১৩১৫-১৬ বঙ্গাব্দ পৃ ৩৭২
১০৩। তত্ত্বকৌমুদী, ১লা আশ্বিন ১৮০৩ শক পৃ ৮৩; তত্ত্বকৌমুদী, ১৬ই বৈশাখ ১৮০৩ শক পৃ ২৭৫
১০৪। তত্ত্বকৌমুদী, ১৬ই ফাল্গুন ১৮১৩ শক পৃ ২৬৪